Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৫

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٦ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

ফাজ্বা-সূ খিলা-লাদ্ দিয়া-রি ; ওয়া কা-না ওয়া'দাম্ মাফ্'উলা-। ৬। ছুম্মা রাদাদ্না- লাকুমুল্ কার্‌রাতা 'আলাইহিম

ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আর এ ছিল এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত

وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٧ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ

ওয়া আম্‌দাদ্না-কুম্ বিআম্‌ওয়া-লিওঁ ওয়া বানীনা ওয়া জ্বা'আলনা-কুম্ আক্‌ছারা নাফীরা-। ৭। ইন্ আহ্‌সান্‌তুম আহ্‌সানতুম্

করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা শক্তিশালী করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। (৭) তোমরা সৎকাজ করলে নিজেদেরই জন্যই

لِاَنْفُسِكُمْ ۣ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ

লিআন্‌ফুসিকুম্, ওয়া ইন্ আসা'তুম্ ফালাহা-; ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দুল আ-খিরাতি লিইয়াসূ—উ উজূহাকুম্

তা করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সময়টি আসল, আমি তখন আমার অন্য বান্দাদের পাঠাই, যাতে তারা তোমাদের

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٨ عَسٰى

ওয়ালিইয়াদ্‌খুলুল্ মাস্‌জ্বিদা কামা- দাখালূহু আওয়্যালা মার্‌রাতিওঁ ওয়া লিইউতাব্বিরূ মা- 'আলাও তাত্‌বীরা-। ৮। 'আসা-

চেহারা বিকৃত করে দেয়, এবং তাদের মত মসজিদে ঢুকে পড়ে যারা প্রথমবার ঢুকেছিল। আর তারা যা দখল করে নিয়েছিল তা যাতে ধ্বংস করে দেয়। (৮) হয়ত তোমাদের

رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا

রাব্বুকুম্ আইঁ ইয়ারহামাকুম, ওয়া ইন্ 'উত্‌তুম্ 'উদ্না-। ওয়া জা'আলনা- জ্বাহান্নামা লিল্‌কা-ফিরীনা হাছীরা-।

প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় তাই কর তবে আমিও পুনরায় তাই করব। আর জাহান্নামকে আমি কাফেরদের জন্য কারাগার করেছি।

۝٩ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

৯। ইন্না হা-যাল্ কুরআ-না ইয়াহ্‌দী লিল্লাতী হিয়া আক্বওয়ামু ওয়াইউবাশ্‌শিরুল্ মু'মিনীনাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্

(৯) এই কুরআন নিশ্চয় সুদৃঢ় পথের দিকে হেদায়েত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে,

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝١٠ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا

ছা-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্‌রান্ কাবীরা-। ১০। ওয়া আন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি আ'তাদ্না-

তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। (১০) আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি কঠিন আযাব

لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١١ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاۗءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

লাহুম 'আযা-বান্ আলীমা-। ১১। ওয়া ইয়াদ্'উল্ ইন্‌সা-নু বিশ্‌শাররি দু'আ—আহূ বিলখাইরি ; ওয়া কানা–ল ইন্‌সা-নু

প্রস্তুত করে রেখেছি। (১১) মানুষ যেমন কল্যাণ কামনা করে তেমনি অকল্যাণ কামনা করে। আর মানুষ তো অতি

০ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ جاء وعد الاخرة - বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তাওরাতে বর্ণিত ছিল– তারা দু'বার পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং সেজন্য শাস্তি ভোগ করবে। প্রথমবার অন্যায়ের জন্য ব্যবিলনের অধিপতি 'বুখ্ত নাস্‌র'-এর হাতে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার পুনরায় যখন তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা শুরু করল, হযরত যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করল, হযরত ঈসা (আ)-কেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, তার পরিণামে আল্লাহ তা'আলা রোমক সম্রাট তাস্তসকে তাদের উপর নিযুক্ত করলেন। সে তাদেরকে হত্যা করল। তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিল। (কুঃ কারীম)

عَجُولًا ⑫ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ

'আজ্বলা- । ১২। ওয়া জ্বা'আল্নাল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা আ-য়াতাইনি ফামাহ্বাওনা~আ-য়াতাল্ লাইলি ওয়া জ্বা'আলনা~আ-য়াতান্ না-হারি
তড়িৎ প্রিয়। (১২) আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়,

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ

মুবছ্বিরাতাল্ লিতাব্তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়ালিতা'লামূ 'আদাদাস্ সিনীনা ওয়াল্ হ্বিসা-বা ; ওয়া কুল্লা
যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ গণনা ও হিসাব সম্পর্কে জানতে পার। আর আমি

شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ⑬ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۤئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ

শাইয়িন্ ফাছ্ছ্বাল্না-হু তাফছ্বীলা- । ১৩। ওয়া কুল্লা ইন্সা-নিন্ আল্যাম্না-হু ত্বা—ইরাহূ ফী 'উনুক্বিহী ; অনুখরিজু লাহূ ইয়াওমাল্
সকল বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমি তার কন্ঠলগ্ন করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সম্মুখে বের

الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ⑭ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

ক্বিয়া-মাতি কিতা-বাইঁ ইয়াল্ক্বা-হু মান্শূরা- । ১৪। ইক্বরা' কিতা-বাকা ; কাফা- বিনাফ্সিকাল ইয়াওমা 'আলাইকা
করে আনব তার আমলনামা, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (১৪) (বলব) পাঠ কর 'তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য

حَسِيْبًا ⑮ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ

হ্বাসীবা- । ১৫। মানিহ্তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফসিহী, ওয়ামান্ দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা- ;
তুমিই যথেষ্ট।' (১৫) যারা সৎপথে চলে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎপথে চলে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয় তারা তো পথভ্রষ্ট হয় নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ⑯ وَاِذَآ

ওয়ালা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্রা উখ্রা-; ওয়ামা- কুন্না- মু'আয্যিবীনা হ্বাত্তা-নাব্'আছা রাসূলা- । ১৬। ওয়া ইযা~
আর কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আর আমি কোন রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না। (১৬) আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার

اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا

আরাদ্না~আন্ নুহলিকা ক্বারইয়াতান্ আমার্না- মুত্রাফীহা- ফাফাসাক্ব ফীহা- ফাহ্বাক্ক্বা 'আলাইহাল্ ক্বাওলু ফাদাম্মার্না-হা-
সম্পদে সমৃদ্ধশালীদেরকে আদেশ করি সৎকর্মের; কিন্তু তারা অসৎকর্ম করে। ফলে তার উপর শাস্তির দন্ডাদেশ অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি তা সমূলে বিধ্বস্ত

تَدْمِيْرًا ⑰ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ

তাদ্মীরা- । ১৭। ওয়া কাম্ আহ্লাক্না- মিনাল কুরূনি মিম্ বা'দি নূহ্বিন ; ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা বিযুনূবি
করে দেই। (১৭) আমি নূহের পর কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আর আপনার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপসমূহের সংবাদ রাখার

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ طائر - طير অর্থ পাখী, عنق অর্থ গর্দান। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, طائر দ্বারা মানুষের আমল বুঝানো হয়েছে। عنقه-এর অর্থ মানুষের ভাল ও মন্দ আমলগুলো গলার হারের ন্যায় তাদের সাথে থাকবে। অর্থাৎ, তাদের প্রতিটি আমল লেখা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ১৬) ঃ বিশেষ করে বিলাস জীবন-যাপনকারীদের কথা উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, তারা সমাজে প্রতিপত্তিশালী হওয়ার দরুন সমাজের সাধারণ লোকেরা তাদের অনুগত হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত এরা সাধারণত অধিকতর অসাবধান, অবাধ্য এবং সাধারণ জ্ঞান বিবর্জিত হয়। (বঃ কোঃ)

عبادہ خبیرا بصیرا ﴿١٨﴾ من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن

ইবা-দিহী খাবীরাম্ বাছীরা- । ১৮ । মান্ কা-না ইউরীদুল্ 'আ-জ্বিলাতা 'আজ্জ্বাল্‌না- লাহূ ফীহা- মা- নাশা—উ লিমান্
ব্যাপারে ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট । (১৮) কেউ পার্থিব সুখ কামনা করলে সে যতই কামনা করবে আমি তাকে দুনিয়াতেই তা দিয়ে দেব ।

نرید ثم جعلنا له جهنم یصلها مذموما مدحورا ﴿١٩﴾ ومن اراد الاخرة

নুরীদু ছুম্মা জ্বা'আল্‌না- লাহূ জ্বাহান্নামা, ইয়াছ্‌লা-হা-মায্‌মূমাম মাদ্‌হূরা- । ১৯ । ওয়া মান্ আরা-দাল্ আ-খিরাতা
অতঃপর তার জন্য আমি জাহান্নাম নির্ধারণ করি । তারা সেখানে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে । (১৯) যারা ঈমানদার হয়ে আখেরাত

وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئك كان سعیهم مشكورا ﴿٢٠﴾ كلا

ওয়া সা'আ- লাহা-সা'ইয়াহা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা কা-না সা'ইউহুম্ মাশ্‌কূরা- । ২০ । কুল্লান
কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে । (২০) এদের এবং

نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ﴿٢١﴾ انظر

নুমিদ্দু হা~উলা—ই ওয়া হা~উলা—ই মিন্ 'আত্বা—ই রাব্বিকা ; ওয়ামা-কা-না 'আত্বা—উ রাব্বিকা মাহ্‌জূরা- । ২১ । উন্‌জুর্
তাদের প্রত্যেককে আমি আপনার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করি এবং আপনার পালনকর্তার দান উন্মুক্ত । (২১) লক্ষ্য করুন,

كیف فضلنا بعضهم علی بعض وللاخرة اكبر درجت واكبر تفضیلا ٥

কাইফা ফাদ্দ্বালনা-বা'দ্বাহুম 'আলা বা'দ্বিন ; ওয়ালাল আ-খিরাতু আক্‌বারু দারাজ্বা-তিওঁ ওয়া আকবারু তাফ্‌দ্বীলা- ।
আমি কিভাবে তাদের একদলকে অন্য দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । আর পরকালতো নিশ্চয় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতর ।

﴿٢٢﴾ لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا ﴿٢٣﴾ وقضی ربك الا ع ২/২ রুকূ

২২ । লা-তাজ্ব'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাতাক্ব'উদা মায্‌মূমাম মাখ্‌জূলা । ২৩ । ওয়া ক্বাদ্বা- রাব্বুকা আল্লা-
(২২) আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করো না । করলে নিন্দিত ও সহায়হীন হয়ে পড়বে । (২৩) আপনার প্রভূ তাঁকে ছাড়া অন্য কারও

تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما

তা'বুদূ~ইল্লা~ইয়্যা-হু ওয়াবিল্‌ওয়া-লিদাইনি ইহ্‌সা-নান্ ; ইম্মা- ইয়াব্‌লুগান্না 'ইন্‌দাকাল কিবারা আহ্বাদুহুমা~
উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন । তাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে

او كلهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما ﴿٢٤﴾ واخفض

আওকিলা-হুমা-ফালা-তাকুল্লাহুমা~উফফিওঁ ওয়ালা- তান্‌হারহুমা- ওয়া কুল্লাহুমা- ক্বাওলান্ কারীমা- । ২৪ । ওয়াখ্‌ফিদ্ব
তাদেরকে কখনও 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়োনা । আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও । (২৪) মমতাভরে তাদের প্রতি বিনয়ের

لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربینی صغیرا ﴿٢٥﴾ ربكم

লাহুমা- জ্বানা-হ্বায্ যুল্লি মিনার রাহ্বমাতি ওয়াকুর্ রাব্বির্ হ্বামহুমা- কামা- রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা- । ২৫ । রাব্বুকুম
পাখা অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক ! তাদের প্রতি রহম করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন ।' (২৫) তোমাদের প্রতিপালক

أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ٢٥

আ'লামু বিমা- ফী নুফূসিকুম ; ইন্ তাকূনূ ছ্বা-লিহ্বীনা ফাইননাহূ কা-না লিল্ আওয়্যা-বীনা গাফূরা- ।
তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল করেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে থাক, তবে তিনি তওবাকারীদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

২৬। ওয়া আ-তি যাল্ কুর্বা- হ্বাক্ব্ক্বাহূ ওয়াল মিসকীনা ওয়াব্নাস্ সাবীলি ওয়ালা- তুবায্যির তাব্যীরা- ।
(২৬) আর আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য আদায় করবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও দিবে। আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧ وَإِمَّا

২৭। ইন্নাল্ মুবায্যিরীনা কা-নূ~ইখ্ওয়া- নাশ্ শাইয়া-ত্বীনি ; ওয়া কা-নাশ শাইয়া-ত্বীনু লিরাব্বিহী কাফূরা- । ২৮। ওয়া ইম্মা-
(২৭) যারা অপব্যয় করে তারা নিশ্চয় শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (২৮) যারা আপনার প্রভুর

تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ٢٨ وَلَا

তু'রিদ্বান্না 'আন্হুমুব্ তিগা —আ রাহ্মাতিম্ মির্ রাব্বিকা তার্জূহা- ফাক্বুল লাহুম্ ক্বাওলাম মাইসূরা- । ২৯। ওয়ালা-
অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করে, তাদের নিকট থেকে যদি মুখ ফেরাতে হয়, তবে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন। (২৯) আপনি

تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

তাজ্'আল ইয়াদাকা মাগ্লূলাতান্ ইলা- 'উনুক্বিকা ওয়ালা-তাব্সুত্বহা-কুল্লাল্ বাস্ত্বি ফাতাক্ব'উদা মালূমাম
আপনার হাত একেবারে সংকির্ণ করবেন না এবং আপনি একেবারে মুক্তহস্তও হবেন না, তাহলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে

مَّحْسُورًا ٢٩ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

মাহ্সূরা- । ৩০। ইন্না রাব্বাকা ইয়াবসুত্বুর্ রিয্ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবা-দিহী
পড়বেন। (৩০) আপনার প্রভু যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা কমিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে ভালভাবেই জানেন ও

خَبِيرًۢا بَصِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ

রুকূ ৩ ع ৩
খাবীরাম্ বাছ্বীরা- । ৩১। ওয়ালা-তাক্বতুলূ~আওলা-দাকুম্ খাশ্ইয়াতা ইম্লা-ক্বি ; নাহ্নু নারযুক্বুহুম্ ওয়া ইয়্যা-কুম ;
তাদেরকে দেখে থাকেন। (৩১) তোমরা হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে তো আমিই রিযিক

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ٣١ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ

ইন্না ক্বাতলাহুম কা-না খিত্বআন কাবীরা- । ৩২। ওয়ালা-তাক্বরাবুয্ যিনা~ইন্নাহূ কা-না- ফা-হ্বিশাতান ; ওয়া সা—আ
দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩২) তোমরা ব্যভিচারের কাছে ধারেও যেয়োনা। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট

سَبِيلًا ٣٢ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

সাবীলা- । ৩৩। ওয়ালা- তাক্বতুলুন্নাফ্সাল্লাতী হ্বাররামাল্লা-হু ইল্লা- বিলহ্বাক্বক্বি ; ওয়া মান্ ক্বুতিলা মাজ্লূমান্ ফাক্বাদ
পথ। (৩৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন- যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবকদেরকে

جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۖ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا

জ্বা'আল্না- লিওয়ালিয়্যিহী সুলত্বা-নান্ ফালা-ইউসরিফ্ ফিল ক্বাতলি ; ইন্নাহূ কা-না মানছূরা- । ৩৪ । ওয়ালা-তাক্বরাবূ

আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৩৪) কোন ইয়াতীম

مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ

মা-লাল ইয়াতীমি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু হাত্তা- ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহূ, ওয়া আওফূ বিল'আহদি,

প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না– একমাত্র মঙ্গল কামনা ছাড়া। আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٥﴾ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ

ইন্নাল 'আহদা কা-না মাস্উলা । ৩৫ । ওয়া আওফুল কাইলা ইযা- কিল্তুম্ ওয়াযিনূ বিল্কিস্ত্বা-সিল

নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় মাপে পূর্ণভাবে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায়

الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ

মুস্তাক্বীমি ; যা-লিকা খাইরুঁও ওয়া আহ্সানু তা'ওয়ীলা- । ৩৬ । ওয়ালা- তাক্বফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্মুন্ ;

ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٧﴾ وَلَا تَمْشِ

ইন্নাস্ সাম'আ ওয়াল্ বাছ্বারা ওয়াল্ ফুআ-দা কুল্লু উলা—ইকা কা-না 'আনহু মাসউলা- । ৩৭ । ওয়া লা- তাম্শি

নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-তাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) আর যমীনে অহংকার প্রদর্শন করে

فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٨﴾

ফিল আর্দ্বি মারাহ্বান, ইন্নাকা লান্ তাখ্রিক্বাল আরদ্বা ওয়া লান তাব্লুগাল্ জ্বিবা-লা তূলা- ।

চলো না। নিশ্চয় তুমি কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বতসমান হতে পারবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ

৩৮ । কুল্লু যা-লিকা কা-না সাইয়্যিউহূ 'ইন্দা রাব্বিকা মাক্রূহা- । ৩৯ । যা-লিকা মিম্মা~আওহা~ইলাইকা রাব্বুকা

(৩৮) সকল মন্দ কাজই আপনার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। (৩৯) এটা সেই হিকমতের কথা যা আপনার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে আপনার

مِنَ الْحِكْمَةِ ۭ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

মিনাল্ হিক্মাতি ; ওয়ালা-তাজ্'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা ফাতুল্ক্বা- ফী জ্বাহান্নামা মালূমাম্ মাদ্হূরা- ।

প্রতি দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করবেন না, করলে আপনি নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰۗىِٕكَةِ اِنَاثًا ۭ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ

৪০ । আফাআছ্ফা-কুম্ রাব্বুকুম্ বিলবানীনা ওয়াত্তাখাযা মিনাল মালা—ইকাতি ইনা-ছান ; ইন্নাকুম্ লাতাক্বূলূনা

(৪০) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজে ফেরেশ্তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহন করেছেন ? তোমরা তো অত্যন্ত

৪ ৪ রুকূ

قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۚ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا

ক্বাওলান 'আজীমা-। ৪১। ওয়া লাক্বাদ ছ্বার্‌রাফনা-ফী হা-যাল কুরআ-নি লিইয়াযযাক্কারূ ; ওয়ামা- ইয়াযীদুহুম ইল্লা- নুফূরা-।

সাংঘাতিক কথা বলছ। (৪১) এই কুরআনে আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা ভাল করে বুঝতে পারে; কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

﴿٤٢﴾ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

৪২। কুল্ লাও কা-না মা'আহূ~আ-লিহাতুন্ কামা-ইয়াকূলূনা ইযাল্লাব্তাগাও ইলা- যিল্'আর্‌শি সাবীলা-।

(৪২) বলুন, তাদের কথা মত যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার উপায় খুজত।

﴿٤٣﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ

৪৩। সুব্হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়াকূলূনা উলুওয়্যান্ কাবীরা-। ৪৪। তুসাব্বিহু লাহুস্ সামা-ওয়া-তুস্ সাব'উ

(৪৩) তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্তাকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী

وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ

ওয়াল আর্‌দ্বু ওয়া মান্ ফীহিন্না ; ওয়া ইম্ মিন শাইয়িন ইল্লা- ইউসাব্বিহু বিহাম্দিহী ওয়ালা-কিল্ লাতাফ্ক্বাহূনা

সমস্ত কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না এবং প্রশংসা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ

تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٥﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

তাস্বীহাহুম্ ; ইন্নাহূ কা-না হালীমান গাফূরা-। ৪৫। ওয়া ইযা-ক্বারা'তাল কুরআ-না জ্বা'আল্না- বাইনাকা ওয়া বাইনাল্

পাঠ বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল। (৪৫) আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করেন, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٦﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্আ-খিরাতি হিজ্বা-বাম্ মাস্তূরা-। ৪৬। ওয়া জ্বা'আলনা- 'আলা- কুলূবিহিম্ আকিন্নাতান্

তাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে একটি গোপন পর্দা রেখে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যেন তারা তা

أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا

আই ইয়াফ্ক্বাহূহু ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াক্বরান ; ওয়া ইযা-যাকার্‌তা রাব্বাকা ফিল কুরআ-নি ওয়াহ্দাহূ ওয়াল্লাও

উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করে দেই। আপনি যখন আপনার প্রতিপালকের একত্ববাদের কথা পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন,

عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٧﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ

'আলা~আদ্বা-রিহিম্ নুফূরা-। ৪৭। নাহ্নু আ'লামু বিমা-ইয়াসতামি'উনা বিহী ইয্ ইয়াস্তামি'উনা ইলাইকা

তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমি ভাল করেই জানি।

وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٨﴾ انظُرْ

ওয়া ইয্হুম্ নাজ্ওয়া~ইয্ ইয়াকূলুজ্ জা-লিমূনা ইন্ তাত্তাবি'উনা ইল্লা- রাজুলাম্ মাস্হূরা-। ৪৮। উন্জুর্

আর তাও জানি- যখন তারা গোপনে আলোচনা করে, তখন জালেমরা বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) লক্ষ্য করুন,

كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا

কাইফা দ্বারাবূ লাকাল আম্‌ছা-লা ফাদ্বাল্‌লূ ফালা- ইয়াস্‌তাত্বী'ঊনা সাবীলা- । ৪৯ । ওয়া ক্বা-লূ~আইযা- কুন্না-
তারা আপনার জন্য কি উপমা দেয়; সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা পথ পাবে না। (৪৯) তারা বলে, আমরা যখন

এক চতুর্থাংশ

عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

'ইজা-মাওঁ ওয়া রুফা-তান আইন্না- লামাব্‌'উছূনা খাল্‌ক্বান জ্বাদীদা- । ৫০ । কুল্ কূনূ হ্বিজ্বা-রাতান্ আও হ্বাদীদা- ।
হাড়ে পরিণত হব ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব ?' (৫০) বলুন, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ,'

﴿٥١﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي

৫১ । আও খাল্‌ক্বাম মিম্মা- ইয়াক্‌বুরু ফী ছুদূরিকুম, ফাসাইয়াকূলূনা মাইঁ ইউ'ঈদুনা- ; কুলিল্লাযী
(৫১) কিংবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই গুরুতর ; তখন তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে ?' বলুন, 'তিনিই

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ

ফাত্বারাকুম্ আওয়্যালা মার্‌রাতিন্ ; ফাসাইউন্‌গিদ্বূনা ইলাইকা রুউসাহুম্ ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হুওয়া ; কুল
যিনি তোমাদেরকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে বলবে, 'তা কবে হবে ?' বলুন,

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥٢﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ

'আসা~আইঁ ইয়াকূনা ক্বারীবা- । ৫২ । ইয়াওমা ইয়াদ্‌'উকুম্ ফাতাস্‌তাজ্বীবূনা বিহ্বাম্‌দিহী ওয়া তাজুন্‌নূনা
'সম্ভবতঃ শীঘ্রই তা ঘটবে', (৫২) এটা সেদিন হবে, যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন। সেদিন তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা ভাববে,

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ

ইল্ লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা- ক্বালীলা- । ৫৩ । ওয়া কুল্ লি'ইবা-দী ইয়াকূলুল্লাতী হিয়া আহ্‌সানু ; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না
'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।' (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যা উত্তম তারা যাতে তাই বলে। নিশ্চয় শয়তান

রুকূ ৫ ৫

يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ

ইয়ানযাগু বাইনাহুম্ ; ইন্নাশ শাইত্বা-না কা-না লিল্‌ইনসা-নি আদুওয়্যাম মুবীনা- । ৫৪ । রাব্বুকুম্ আ'লামু বিকুম্ ;
তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্ররোচনা দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের ব্যাপারে ভালভাবেই জানেন।

إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

ইঁইয়াশা' ইয়ারহ্বাম্‌কুম্ আও ইঁইয়াশা' ইউ'আয্‌যিব্‌কুম ; ওয়ামা~আরসালনা-কা 'আলাইহিম্ ওয়াকীলা- ।
ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আপনাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

✪ টীকা (আঃ ৫০) ঃ অর্থাৎ, তোমরা পাথর, লোহা কিংবা অন্যকিছু হয়ে দেখ জীবিত হও কি-না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাতেও জীবন সঞ্চার করতে পারেন। এমন কঠিন পদার্থে জীবন সঞ্চার করাও যখন আল্লাহর পক্ষে সম্ভব, তখন অপেক্ষাকৃত কম কঠিন পদার্থে প্রান সঞ্চার করা তো আরও সহজ। মানবদেহের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এগুলোর মধ্যে একবার প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে লোহা, পাথর ইত্যাদি কঠিন পদার্থের প্রাণীদের ন্যায় প্রাণ তো কখনও আসে নি। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৩) ঃ هي احسن - দ্বারা ন্যায় (নেক) কাজের নির্দেশ দেয়া ও অন্যায় (গুনাহের) কাজ করতে নিষেধ করাকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের সাথে কেউ কর্কশ ও কঠোর ব্যবহার করে তার বিনিময়ে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে। কারো মতে, এর দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ ও শাহাদতকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী)

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى ﴿٥٥﴾

৫৫। ওয়া রাব্বুকা আ'লামু বিমান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; ওয়ালাক্বাদ ফাদ্দ্বাল্না-বা'দ্বান্ নাবিয়্যীনা 'আলা-

(৫৫) আসমান ও যমীনে যারা আছে তাদেরকে আপনার প্রভু ভালভাবেই জানেন। আমি তো কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٦﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ

বা'দ্বিওঁ ওয়া আ-তাইনা- দা-ঊদা যাবূরা-। ৫৬। কুলিদ্ 'উল্ লাযীনা যা'আমতুম্ মিন্ দূনিহী ফালা- ইয়ামলিকূনা

আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। (৫৬) বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে তোমরা ডাক; অথচ তারা

كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى

কাশফাদ্ দ্বুররি 'আন্কুম্ ওয়ালা- তাহ্ওয়ীলা-। ৫৭। উলা—ইকাল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা ইয়াব্তাগূনা ইলা-

তোমাদের কষ্ট দূর করা বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। (৫৭) তারা যাদেরকে ডাকে তারা তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়

رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۗ إِنَّ

রাব্বিহিমুল্ ওয়াসীলাতা আইয়্যুহুম্ আক্বরাবু ওয়া ইয়ার্জূনা রাহ্মাতাহূ ও ইয়াখা-ফূনা 'আযা-বাহূ ; ইন্না

সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٨﴾ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ

আযা-বা রাব্বিকা কা-না মাহ্যূরা। ৫৮। ওয়া ইম্মিন্ ক্বারইয়াতিন্ ইল্লা- নাহ্নু মুহ্লিকূহা- ক্বাব্লা

আপনার প্রতিপালককের আযাব ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের

يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٩﴾

ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি আও মু'আয্যিবূহা- 'আয্া-বান্ শাদীদান, কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্ত্বূরা-।

পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না- এ তো কিতাবে (লওহে মাহফুজে) লিখিত আছে।

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ۗ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ ﴿٦٠﴾

৫৯। ওয়ামা- মানা'আনা~আন্ নুরসিলা বিল্আ-য়া-তি ইল্লা~আন্ কায্যাবা বিহাল্ আওয়্যালূনা ; ওয়া আ-তাইনা- ছামূদান না-ক্বাতা

(৫৯) আমি নিদর্শনাবলি প্রেরণ থেকে বিরত থেকেছি তাদের পূর্ববর্তীদের এই নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনরূপে সামুদের নিকট

مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

মুব্ছিরাতান্ ফাজালামূ বিহা- ; ওয়ামা- নুরসিলু বিল আ-য়া-তি ইল্লা-তাখওয়ীফা-। ৬০। ওয়া ইয্ কুল্না- লাকা ইন্না রাব্বাকা

উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন পাঠাই। (৬০) (স্মরণ করুন,) আমি যখন আপনাকে

○ শানে নুযূল (আঃ ৫৭) ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, জাহেলী যুগে কিছু লোক জ্বিনদের পূজা করতো। ইসলাম আগমনের পর সে সমস্ত জ্বিন মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের মূর্খতা বশতঃ তাদের পূজা চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যারা জ্বিন, ফেরেশতা, হযরত উযায়ের (আ)-কে পূজা করে তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা যাদেরকে মাবূদ মনে করছ, তারা নিজেরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। (বুখারী)

أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

আহা-ত্বা বিন্না-সি ; ওয়ামা-জ্বা'আলনার রু'ইয়াল্ লাতী~আরাইনা-কা ইল্লা-ফিত্‌নাতাল্ লিন্না-সি ওয়াশ্‌শাজ্বারাতাল্

বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ-

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾ وَإِذْ ৬ ع ৬ রুকূ

মাল্'উনাতা ফিল্ কুর্‌আ-নি ;ওয়া নুখাওয়িফুহুম্ ফামা-ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা- তুগ্‌ইয়া-নান কাবীরা- । ৬১ । ওয়া ইয্

এতো কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করি; কিন্তু এতে তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (৬১) স্মরনীয় সে সময়, যখন

قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ

কুলনা-লিল্ মালা—ইকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্‌লীসা ; ক্বা-লা আআস্‌জুদু লিমান

ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস্ ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে বলেছিল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি

خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ

খালাক্বতা ত্বীনা- । ৬২ । ক্বা-লা আরাআইতাকা হা-যাল্লাযী কাররাম্‌তা 'আলাইয়্যা লাইন আখ্‌খারতানি ইলা-

থেকে সৃষ্টি করেছেন ?' (৬২) সে বলেছিল, দেখুন তো, এতো সেই ব্যক্তি- যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٣﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ

ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লাআহ্‌তানিকান্না যুর্‌রিয়্যাতাহূ~ইল্লা- ক্বালীলা- । ৬৩ । ক্বা-লায্‌হাব্ ফামান্ তাবি'আকা মিন্‌হুম

অবকাশ দেন, আমি তাদের সামান্য কিছু লোক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেব।' (৬৩) আল্লাহ বললেন, তুই যা, তাদের মধ্যে যারা

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٤﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

ফাইন্না জ্বাহান্নামা জ্বাযা—উকুম জ্বাযা—আম মাওফূরা- । ৬৪ । ওয়াস্‌তাফ্‌যিয্ মানিস্‌তাত্বা'তা মিন্‌হুম বিছাওতিকা

তোর অনুসরণ করবে জাহান্নামই হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল।' (৬৪) 'তোর আওয়াজে তাদের মধ্যে যাদেরকে সক্ষম তাদেরকে পথভ্রষ্ট কর, তোর

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

ওয়া আজ্‌লিব 'আলাইহিম বিখাইলিকা ওয়া রাজ্বিলিকা ওয়া শা-রিক্‌হুম ফিল আম্‌ওয়া-লি ওয়াল্ আওলা-দি

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তুই মিশে যা, এবং তাদেরকে

وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٥﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

ওয়া'ইদ্‌হুম ; ওয়ামা- ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বা-নু ইল্লা- গুরূরা- । ৬৫ । ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্

প্রতিশ্রুতি দে।' আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬৫) 'আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না।'

سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٦﴾ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي

সুল্‌ত্বা-নুন ; ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা ওয়াকীলা- । ৬৬ । রাব্বুকুমুল্লাযী ইউয্‌জী লাকুমুল্ ফুলকা ফিল

আর কর্মবিধায়ক হিসাবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনিই- যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন,

الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٧﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي

বাহ্‌রি লিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ কা-না বিকুম রাহীমা- । ৬৭ । ওয়া ইযা- মাস্‌সাকুমুদ্ব দ্বুররু ফিল

যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৬৭) সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন

الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ

বাহ্‌রি দ্বাল্লা মান্ তাদ্‌উনা ইল্লা~ইয়্যা-হু, ফালাম্মা- নাজ্জা-কুম্ ইলাল্ বার্‌রি আ'রাদ্বতুম ; ওয়া কা-নাল্

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা সকলেই উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও।

الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٨﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

ইন্‌সা-নু কাফূরা- । ৬৮ । আফাআমিন্‌তুম্ আঁই ইয়াখ্‌সিফা বিকুম জ্বা-নিবাল্ বার্‌রি আও ইউর্‌সিলা 'আলাইকুম

আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও যমীনসহ ধসিয়ে দিবেন না বা তোমাদের ওপর শিলা

حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٩﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ

হ্বা-ছ্বিবান ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম ওয়াকীলা- । ৬৯ । আম্ আমিন্‌তুম্ আঁই ইউ'ঈদাকুম ফীহি তা-রাতান্ উখ্‌রা-

বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন অভিভাবক পাবে না। (৬৯) বা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

ফাইউর্‌সিলা 'আলাইকুম ক্বা-ছিফাম মিনার্ রীহি ফাইউগ্‌রিক্বাকুম্ বিমা- কাফারতুম্, ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম্

পুনরায় সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না! অতঃপর প্রচণ্ড তুফান প্রেরণ করে তোমাদেরকে তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য নিমজ্জিত করবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে

عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ

'আলাইনা- বিহী তাবী'আ- । ৭০ । ওয়ালাক্বাদ কাররাম্‌না-বানী~আ-দামা ওয়া হ্বামাল্‌না-হুম ফিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌রি ওয়া

আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদেরকে চলাচলের বাহন

৭ ১০ ৭ রুকূ

رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧١﴾ يَوْمَ نَدْعُوا

রাযাক্‌না-হুম মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়া ফাদ্বদ্বাল্‌না-হুম্ 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান্ খালাক্‌না-তাফ্‌দ্বীলা- । ৭১ । ইয়াওমা নাদ্‌'উ

প্রদান করেছি। আর তাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং তাদেরকে অধিকাংশ সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৭১) যেদিন আমি

كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

কুল্লা উনা-সিম বিইমা-মিহিম, ফামান উতিয়া কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহী ফাউলা—ইকা ইয়াক্‌রাউনা কিতা-বাহুম

প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ ডাকব। সেদিন ডান হাতে যাদের আমলনামা দেয়া হবে ; তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٢﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ

ওয়ালা- ইউজলামূনা ফাতীলা- । ৭২ । ওয়া মান্ কা-না ফী হা-যিহী~'আমা- ফাহুওয়া ফিল আ-খিরাতি 'আমা- ওয়া আদ্বাল্লু

প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৭২) যে দুনিয়াতে (সত্য থেকে) অন্ধ ছিল আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে এবং অধিকতর

سَبِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

সাবীলা-। ৭৩। ওয়া ইন্ কা-দূ লাইয়াফতিনূনাকা 'আনিল্লাযী ~আওহাইনা~ইলাইকা লিতাফতারিয়া 'আলাইনা-
পথভ্রষ্ট হবে। (৭৩) তারা তো আপনাকে সে বিষয়ে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলাম। যাতে আপনি আমার ব্যাপারে এর বিপরীত

غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ

গাইরাহূ; ওয়া ইযাল্ লাত্তাখাযূকা খালীলা-। ৭৪। ওয়া লাওলা~আন্ ছাব্বাত্না-কা লাক্বাদ্ কিত্তা তার্কানু ইলাইহিম
মিথ্যা উদ্ভাবন করতে পারেন। এরূপ করলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহন করত। (৭৪) আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা

شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٥﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

শাইআন্ ক্বালীলা-। ৭৫। ইযাল্ লাআযাক্বনা-কা দ্বি'ফাল হ্বায়া-তি ওয়া দ্বি'ফাল মামা-তি ছুম্মা লা-তাজ্বিদু লাকা
ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) আপনি ঝুঁকে পড়লে আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ-আস্বাদন করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে আপনি কোন

عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٦﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا

'আলাইনা- নাছীরা-। ৭৬। ওয়াইন্ কা-দূ লাইয়াস তাফিয্বূনাকা মিনাল্ আর্দ্বি লিইউখ্রিজূকা মিন্হা- ওয়া ইযাল্
সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা আপনাকে এ দেশ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল- আপনাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য। এমন করলে

لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٧﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ

লা-ইয়াল্বাছূনা খিলা-ফাকা ইল্লা- ক্বালীলা-। ৭৭। সুন্নাতা মান্ ক্বাদ আর্সালনা- ক্বাব্লাকা মির রুসুলিনা- ওয়ালা- তাজ্বিদু
তারা আপনার পরে অল্পকালই অবস্থান করতে পারত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের জন্যও ছিল এমন নিয়ম। আর আমার

لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٨﴾ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ ৮ ع ৭ ৮ রুকূ

লিসুন্নাতিনা- তাহ্বওয়ীলা-। ৭৮। আক্বিমিছ্ ছ্বালা-তা লিদুলূকিশ্ শাম্সি ইলা- গাসাক্বিল্ লাইলি ওয়া ক্বুর্আ-নাল
নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না। (৭৮) সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত আপনি নামায কায়েম রাখুন এবং ফজরের

الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ

ফাজ্বরি ; ইন্না ক্বুরআ-নাল ফাজ্বরি কা-না মাশ্হূদা-। ৭৯। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাতাহাজ্জ্বাদ বিহী না-ফিলাতাল্লাকা-;
নামাযও। নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। (৭৯) রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, এটা আপনার জন্য

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ

'আসা~আই ইয়াব্'আছাকা রাববুকা মাক্বা-মাম মাহ্মূদা-। ৮০। ওয়া কুর্ রাব্বি আদ্খিল্নী মুদ্খালা ছ্বিদ্ক্বিওঁ
অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার প্রভূ আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন। (৮০) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে

وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨١﴾ وَقُلْ

ওয়া আখরিজ্বনী মুখ্রাজ্বা ছ্বিদ্ক্বিওঁ ওয়াজ্'আল্লী মিল্লাদুন্কা সুল্তা-নান নাছীরা-। ৮১। ওয়া কুল
এবং আমাকে বের করুন কল্যাণের সাথে এবং আপনার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।' (৮১) বলুন,

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨٢﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا

জ্বা—আল্ হ্বাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বা-ত্বিলু ; ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহূক্বা-। ৮২। ওয়া নুনায্যিলু মিনাল্ কুরআ-নি মা-

'সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে,' নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই। (৮২) আমি কুরআনে এমন

هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٣﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا

হুওয়া শিফা-উঁও ওয়া রাহ্মাতুল্ লিল্মু'মিনীনা, ওয়ালা- ইয়াযীদুয্ যা-লিমীনা ইল্লা- খাসা-রা-। ৮৩। ওয়া ইযা~আন্'আম্না-

বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য সুচিকিৎসা ও রহমত স্বরূপ। আর তা জালিমদের তো ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি,

عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٤﴾ قُلْ كُلٌّ

'আলাল্ ইন্সা-নি আ'রাদ্বা ওয়া না-আ-বিজ্বা-নিবিহী, ওয়া ইযা- মাস্সাহুশ্ শাররু কা-না ইয়াউসা-। ৮৪। কুল্ কুল্লুঁই

তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন, প্রত্যেকেই

৯ ع ৯ রুকূ

يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٥﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ

ইয়া'মালু 'আলা- শা-কিলাতিহী ; ফারাব্বুকুম্ আ'লামু বিমান্ হুওয়া আহ্দা- সাবীলা-। ৮৫। ইয়াস্আলূনাকা

নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে; সুতরাং চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে চলে, আপনার প্রভু তা ভাল করেই জানেন। (৮৫) তারা আপনাকে

عَنِ الرُّوْحِ ۗ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ

'আনির্ রূহি ; ক্বুলির্ রূহু মিন্ আম্রি রাব্বী ওয়ামা~উতীতুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ইল্লা- ক্বালীলা-। ৮৬। ওয়া লাইন্

রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশে ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (৮৬) আমি চাইলে

شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٧﴾ اِلَّا

শি'না- লানায্হাবান্না বিল্লাযী~আওহাইনা~ইলাইকা ছুম্মা লা-তাজিদু লাকা বিহী 'আলাইনা- ওয়াকীলা-। ৮৭। ইল্লা-

আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, তাহলে আমার বিরুদ্ধে আপনি কোন কর্মবিধায়ক পেতেন না। (৮৭) এভাবে

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٨﴾ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ

রাহ্মাতাম্ মির্ রাব্বিকা ; ইন্না ফাদ্বলাহূ কা-না 'আলাইকা কাবীরা-। ৮৮। কুল লাইনিজ্ তামা'আতিল্ ইন্সু

প্রত্যাহার না করা আপনার প্রভুর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর মহা-অনুগ্রহ রয়েছে। (৮৮) বলুন, যদি সমস্ত মানুষও

وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

ওয়াল্ জ্বিন্নু 'আলা~আঁই ইয়া'তূ বিমিছ্লি হা-যাল কুরআ-নি লা-ইয়া'তূনা বিমিছ্লিহী ওয়ালাও কা-না বা'দ্বুহুম্

জ্বিন সমবেত হয়– এ কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন রচনার জন্য– তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন কখনও রচনা করতে পারবে না,

لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰٓى

লিবা'দ্বিন্ জাহীরা-। ৮৯। ওয়া লাক্বাদ্ ছাররাফ্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন্, ফাআবা~

যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়। (৮৯) আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

আক্‌ছারুন্ না-সি ইল্লা- কুফূরা-। ৯০। ওয়া ক্বা-লূ লান্ নু'মিনা লাকা হাত্তা-তাফ্‌জুরা লানা- মিনাল্ আর্‌দ্বি
অমান্য না করে ক্ষান্ত হল না। (৯০) আর তারা বলে, 'কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য যমীন থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত

يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا

ইয়ামবূ'আ-। ৯১। আও তাকূনা লাকা জান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া 'ইনাবিন্ ফাতুফাজ্‌জিরাল্ আন্‌হা-রা খিলা-লাহা- তাফ্‌জীরা-।
করে দেবেন।' (৯১) 'অথবা আপনার জন্য খেজুরের বা আঙুরের এক বাগান হবে। যার ফাঁকে ফাঁকে আপনি অজস্রধারায় নদী নালা প্রবাহিত করে দেবেন।

﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا

৯২। আও তুস্‌ক্বিত্বাস্ সামা—আ কামা- যা'আম্‌তা 'আলাইনা- কিসাফান্ আও তা'তিয়া বিল্লা-হি ওয়াল্ মালা—ইকাতি ক্বাবীলা-।
(৯২) বা আপনি যেমন বলে থাকেন অনুরূপ আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেবেন, বা আল্লাহও ফেরেশ্‌তাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।'

﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

৯৩। আও ইয়াকূনা লাকা বাইতুম্ মিন্ যুখ্‌রুফিন্ আও তার্‌ক্বা- ফিস্ সামা—ই ; ওয়ালান্ নু'মিনা লিরুক্বিয়্যিকা
(৯৩) বা আপনার জন্য একটি স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, বা' আপনি আকাশে আরোহণ করবেন; কিন্তু আপনার আকাশে আরোহণও আমরা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আপনি

حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝ ১০ ع ১০ রুকূ

হাত্তা- তুনায্‌যিলা 'আলাইনা- কিতা-বান্ নাক্‌রাউহূ ; কুল্ সুব্‌হা-না রাব্বী হাল্ কুনতু ইল্লা-বাশারার্ রাসূলা-।
আমাদের প্রতি এমন কিতাব নাযিল না করবেন যা আমরা পাঠ করব।' বলুন, 'পবিত্র, মহান আমার প্রতিপালক ! আমি তো কেবল একজন মানুষ~ একজন রাসূল মাত্র।'

﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ اللَّهُ

৯৪। ওয়ামা- মানা'আন্না-সা আইঁ ইউ'মিনূ~ইয্ জ্বা—আহুমুল্ হুদা~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~আবা'আছাল্লা-হু
(৯৪) 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন'?– তাদের এ উক্তিই মানুষকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখে– যখন তাদের নিকট

بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا

বাশারার্ রাসূলা-। ৯৫। কুল্ লাও কা-না ফিল্ আর্‌দ্বি মালা—ইকাতুইঁ ইয়াম্‌শূনা মুত্বমাইন্নীনা লানায্‌যাল্‌না-
হেদায়েত আসে। (৯৫) বলুন, 'ফেরেশ্‌তারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই

عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُۥ

'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা—ই মালাকার্ রাসূলা-। ৯৬। কুল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম্ ; ইন্নাহূ
তাদের নিকট রসূল করে পাঠাতাম।' (৯৬) বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর

০ শানে নুযূল (আঃ ৯১) ঃ একদিন আবু জেহেলসহ প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ সর্দার হুযূর (স)-এর খেদমতে এসে বলল, যদি টাকা পয়সার লোভে কিংবা সর্দারী লাভের লালসায় এই নূতন ধর্ম আবিষ্কার করে থাক, তবে আমরা চাঁদা আদায় করে টাকা সংগ্রহ করছি এবং তোমাকে কাওমের সর্দারী প্রদান করছি। আর যদি তোমার মস্তিষ্কে কোন দোষ ঘটে থাকে, বল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেই। হুযূর (স) বললেন, এর কোনটিই নয়; বরং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাঁরই আদেশ প্রচার করছি। গ্রহণ করলে তোমাদেরই মঙ্গল, অন্যথায় তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরাই জান। তারা জেদ করে বলল, তুমি সত্য নবী হলে এই মক্কা ভূমিতে ফলের বাগান রচনা করে দাও ইত্যাদি। (ইবনে জারীর)

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٧﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ

কা-না বি'ইবা-দিহী খাবীরাম্ বাছীরা-। ৯৭। ওয়া মাঁই ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্‌তাদি, ওয়ামাঁই ইউদ্‌লিল্ ফালান তাজিদা
বান্দাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত ও সম্যক দ্রষ্টা।' (৯৭) আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তাঁকে ছাড়া অন্য

لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا

লাহুম্ আওলিয়া—আ মিন্ দূনিহী ; ওয়ানাহ্‌শুরুহুম্ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি 'আলা-উজূহিহিম্ 'উম্‌ইয়াওঁ ওয়া বুক্‌মাওঁ
কাউকেও তার জন্য অভিভাবক পাবেন না। কিয়ামতের দিন আমি অন্ধ, মূক, বধির ও মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় তাদেরকে একত্রিত

◐ অর্ধাংশ

وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٨﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

ওয়া ছুম্মা ; মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ; কুল্লামা- খাবাত্ যিদ্‌না-হুম্ সা'ঈরা-। ৯৮। যা-লিকা জ্বাযা—উহুম্ বিআন্নাহুম্ কাফারূ
করব। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা প্রায় স্তিমিত হয়ে যাবে, তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। (৯৮) এটিই তাদের প্রতিফল, কারণ, তারা

بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

বিআ-য়া-তিনা- ওয়াক্বা-লূ~আইযা- কুন্না-'ইজা-মাওঁ ওয়া রুফা-তান্ আইন্না- লামাব্'উছূনা খাল্‌ক্বান্ জ্বাদীদা-। ৯৯। আওয়া লাম্ ইয়ারাও
আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, আমরা অস্থিতে পরিণত হলে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?' (৯৯) তারা কি লক্ষ্য করে না,

أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ

আন্নাল্লা-হাল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা ক্বা-দিরুন্ 'আলা~আইঁ ইয়াখ্‌লুক্বা মিছ্‌লাহুম্ ওয়া জ্বা'আলা
যে আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন,

لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿١٠٠﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ

লাহুম্ আজ্বালাল্ লা- রাইবা ফীহি ; ফাআবায্ জা-লিমূনা ইল্লা- কুফূরা-। ১০০। কুল্ লাও আন্‌তুম্ তাম্‌লিকূনা
যাতে কোন সন্দেহ নেই। এরপরও জালিমরা কুফরী করেই যাচ্ছে। (১০০) বলুন, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের

১১ ৫(৭) ১১ রুকূ

خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ۝

খাযা—ইনা রাহ্‌মাতি রাব্বী~ইযাল্ লাআম্‌সাক্‌তুম্ খাশ্‌ইয়াতাল্ ইন্‌ফা-ক্বি ; ওয়া কা-নাল্ ইন্‌সা-নু ক্বাতূরা-।
ভান্ডারের মালিক হতে, তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা ধরে রাখতে।' মানুষ আসলেই কৃপণমনা হয়ে থাকে!

﴿١٠١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ

১০১। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসা- তিস'আ আ-য়া-তিম বাইয়্যিনা-তিন্ ফাস্‌আল্ বানী~ইস্‌রা—ঈলা ইয্ জ্বা—আহুম্ ফাক্বা-লা
(১০১) আপনি বনী ইস্রাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাদের নিকট এসেছিলেন, তখন

لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠٢﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ

লাহূ ফির্'আওনু ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া-মূসা- মাস্‌হূরা-। ১০২। ক্বা-লা লাক্বাদ্ 'আলিমতা মা~আন্‌যালা হা~উলা—ই
ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি জাদুগ্রস্ত।' (১০২) মূসা বলেছিলেন, 'তুমি তো জান, আকাশ ও

إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ

ইল্লা- রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি বাছ্বা—ইরা, ওয়া ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া-ফির'আওনু মাছ্বূরা- । ১০৩ । ফাআরা-দা

পৃথিবীর পালনকর্তাই এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন ! আমি তো মনে করি তুমি অবশ্যই ধ্বংস হতে চলেছ।' (১০৩) অতঃপর

أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهِ لِبَنِي

আঁই ইয়াস্তাফিয্যাহুম্ মিনাল্ আরদ্বি ফাআগ্রাক্না-হু ওয়া মাম্ মা'আহু জ্বামী'আ- । ১০৪ । ওয়া কুল্না- মিম্ বা'দিহী লিবানী~

ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইল, তখন আমি তাকে তার সঙ্গীদেরকে নিমজ্জিত করলাম। (১০৪) এর পর আমি বনীইস্রাঈলদেরকে

إِسْرَآئِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ

ইস্রা—ঈলাস্ কুনুল্ আরদ্বা ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দুল্ আ-খিরাতি জ্বি'না- বিকুম্ লাফীফা- । ১০৫ । ওয়া বিল্হাক্কি

বললাম, 'তোমরা এ দেশে বসবাস কর এবং যখন আখেরাতের ওয়াদা এসে যাবে, তখন তোমাদেরকে একত্রিত করে সমবেত করব।' (১০৫) আমি সত্যসহ

أَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ

আন্যাল্না-হু ওয়া বিলহাক্কি নাযালা ; ওয়ামা~আর্সাল্না-কা ইল্লা- মুবাশ্শিরাওঁ ওয়া নাযীরা- । ১০৬ । ওয়া কুরআ-নান্ ফারাক্না-হু

কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। (১০৬) আমি খন্ড খন্ডভাবে কুরআন নাযিল

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوا بِهٖٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ

লিতাক্বরাআহূ 'আলান্ না-সি 'আলা- মুক্ছিওঁ ওয়া নায্যাল্না-হু তান্যীলা- । ১০৭ । কুল আ-মিনূ বিহী ~আও লা- তু'মিনূ ;

করেছি, যাতে আপনি মানুষের নিকট থেমে থেমে তা পাঠ করতে পারেন এবং আমি তা যথাযথভাবেই নাযিল করেছি। (১০৭) বলুন, 'তোমরা এর প্রতি

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ إِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

ইন্নাল্লাযীনা উতুল 'ইল্মা মিন্ ক্বাবলিহী~ইযা- ইউত্লা- 'আলাইহিম্ ইয়াখিররূনা লিল্ আয্ক্বা-নি

ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে কুরআনের পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখন তারা লুটিয়ে পড়ে

سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ

সুজ্জাদা- । ১০৮ । ওয়া ইয়াকূলূনা সুব্হা-না রাব্বিনা~ইন্ কা-না ওয়া'দু রাব্বিনা লামাফ্'উলা- । ১০৯ । ওয়া ইয়াখিররূনা

সিজদায়।' (১০৮) আর বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, সুমহান। অবশ্যই আমাদের প্রভুর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।' (১০৯) তারা বিনয়াবনত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে

সিজদাহ্

لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ

লিল্আয্ক্বা-নি ইয়াব্কূনা ওয়া ইয়াযীদুহুম্ খুশূ'আ- । ১১০ । কুলিদ্'উল্লা-হা আওয়িদ্'উর রাহ্মা-না ;

ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এ কুরআন তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে দেয়।' (১১০) বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহবান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর,

أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

আ ইয়্যাম্ মা-তাদ্'উ ফালাহুল্ আস্মা—উল্ হুস্না-, ওয়ালা- তাজ্হার্ বিছ্বালা-তিকা ওয়ালা-তুখাফিত্ বিহা-

তোমরা যে নামেই আহ্বান কর না কেন- তাঁর সকল নামই তো সুন্দর। আর নামাযে আপনি উচ্চস্বরে পড়বেন না এবং অতিশয় ক্ষীণ স্বরেও পড়বেন না ;

وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

ওয়াব্তাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা- । ১১১ । ওয়া কুলিল হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয্ ওয়ালাদাওঁ ওয়ালাম্

এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন।' (১১১) বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার

يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

ইয়াকুল্ লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুলকি ওয়া লাম ইয়াকুল্ লাহূ ওয়ালিয়্যুম্ মিনায্ যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা- ।

নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না- যে কারণে তাঁর অবিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং সমহিমায় তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।'

ওয়াক্‌ফে লাযেম ৭

সিজদাহ্ ঃ ৪

রুকু ১২

সূরা কাহফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১০
রুকূ ঃ ১২

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী~আন্‌যালা 'আলা- 'আবদিহিল কিতা-বা ওয়ালাম্ ইয়াজ্‌'আল লাহূ 'ইওয়াজ্বা-। ২। ক্বাইয়্যিমাল্ লিইউন্‌যিরা
(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে তিনি কোন অসঙ্গতি রাখেননি। (২) একে তাঁর ভয়াবহ শাস্তি

بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ

বা'সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুন্‌হু ওয়া ইউবাশ্‌শিরাল্ মু'মিনীনাল্ লাযীনা ইয়া'মালুনাছ্ ছা-লিহা-তি আন্না লাহুম্
সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মুমিনদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের

اَجْرًا حَسَنًا ﴿٣﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٤﴾ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٥﴾

আজ্‌রান্ হাসানা-। ৩। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-। ৪। ওয়া ইউন্‌যিরাল্লাযীনা ক্বা-লুত্তাখাযাল্লা-হু ওয়ালাদা-।
জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। (৩) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ; (৪) এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য, যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহন করেছেন।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ ﴿٥﴾

৫। মা- লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্‌মিওঁ ওয়ালা- লিআ-বা—ইহিম্, কাবুরাত্ কালিমাতান্ তাখরুজু মিন্ আফওয়া-হিহিম্ ;
(৫) এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও কোন জ্ঞান ছিল না, তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক !

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

ইঁ ইয়াক্বূলূনা ইল্লা-কাযিবা-। ৬। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্‌নাফ্‌সাকা 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ ইল্ লাম ইউ'মিনূ
তারা কেবল মিথ্যাই বলে। (৬) সম্ভবতঃ আপনি অনুতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ ধ্বংস করে দেবেন– যদি তারা এই কুরআনের বিষয় বস্তুর

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ

বিহা-যাল্ হ্বাদীছি আসাফা-। ৭। ইন্না- জ্বা'আল্‌না- মা- 'আলাল্ আর্‌দ্বি যীনাতাল্লাহা- লিনাব্‌লুওয়াহুম্ আইয়্যুহুম্
প্রতি ঈমান না আনে। (৭) পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে এর জন্য শোভা করেছি– মানুষকে এমর্মে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে

أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٨﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٩﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

আহ্সানু 'আমালা-।৮। ওয়া ইন্না- লাজা-'ইলূনা মা-'আলাইহা- ছ্বা'ঈদান্ জুরুযা-।৯। আম্ হাসিব্তা আন্না আছ্হা-বাল

কে বেশি সৎকর্ম করে। (৮) তার উপর যা কিছু আছে, তা আমি অবশ্যই শূন্য এক মাঠে পরিণত করব। (৯) আপনি কি মনে করেন যে,

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿١٠﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

কাহ্ফি ওয়ার রাক্বীমি, কা-নূ মিন্ আ-য়া-তিনা- 'আজ্বাবা-।১০। ইয্ আওয়াল্ ফিত্ইয়াতু ইলাল্ কাহ্ফি

গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর ছিল ? (১০) যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নেয়, তখন তারা বলে,

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١١﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى

ফাক্বা-লূ রাব্বানা~আ-তিনা- মিল্লাদুন্কা রাহ্মাতাওঁ ওয়া হায়্যি' লানা- মিন্ আম্রিনা- রাশাদা-।১১। ফাদ্বারাব্না- 'আলা~

'হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সহজে পরিপূর্ণ করে দিন। (১১) তখন আমি

آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى

আ-যা-নিহিম্ ফিল্ কাহ্ফি সিনীনা 'আদাদা-।১২। ছুম্মা বা'আছ্না-হুম্ লি'নালামা আইয়্যুল হিয্বাইনি আহ্ছ্বা-

গুহায় কয়েক বছরের জন্য তাদের কর্ণে নিদ্রার আচ্ছাদন রেখে দিই। (১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরায় জাগ্রত করি একথা জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন্টি তাদের

لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٣﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا ع ১ ২ ১৩ রুকু

লিমা- লাবিছূ~আমাদা-।১৩। নাহ্নু নাকুছ্ছু 'আলাইকা নাবাআহুম্ বিল্হাক্বক্বি ; ইন্নাহুম্ ফিত্ইয়াতুন আ-মানূ

অবস্থানকাল নির্ণয় করতে সক্ষম। (১৩) আমি আপনার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল,

بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٤﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ

বিরাব্বিহিম্ ওয়াযিদ্না-হুম্ হুদা-।১৪। ওয়া রাবাত্না- 'আলা- কুলূবিহিম্ ইয্ ক্বা-মূ ফাক্বা-লূ রাব্বুনা- রাব্বুস্

আমি তাদের সঠিক পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) এবং আমি তাদের হৃদয় দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তারা যখন দীনের ব্যাপারে দৃঢ়পদ হয়ে বলেছিল, 'আমাদের

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٥﴾ هَٰؤُلَاءِ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি লান্ নাদ্'উ ওয়া মিন্ দূনিহী~ইলা-হাল্ লাক্বাদ্ কুল্না~ইযান্ শাত্বাত্বা-।১৫। হা~উলা—ই

প্রতিপালক যমীন ও আসমানের প্রতিপালক ; কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্যকে আমরা ডাকব না। যদি তা করি, তবে তা অতি গর্হিত কাজ হবে। (১৫) আমাদের

قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ

ক্বাওমুনাত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~আ-লিহাতান্ ; লাওলা-ইয়া'তূনা 'আলাইহিম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ বাইয়্যিনিন ; ফামান্

এই স্বজাতিরা, তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহন করেছে। তারা তাদের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন ? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) ঃ اصحب الكهف - (আসহাবুল কাহফ) গুহার অধিবাসী ঃ এক শহরের বাদশাহ্ লোকদেরকে মূর্তি পূজা করার জন্য প্রলুব্ধ করত এবং বিপথে পরিচালনা করত। সে শহরের কতিপয় আল্লাহ ওয়ালা যুবক বাদশাহর বিরোধিতা করে আলাদা জায়গায় গিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করত এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিত। বাদশাহ এ সংবাদ পেয়ে তাদেরকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। যুবকরা নির্ভয়ে তাদের আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের কথা স্বীকার করল। যুবকরা বাদশাহ ও মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়ে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন কায়েমের জন্য শহর ছেড়ে দূরবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেখানে ৩০৯ (তিনশ নয় বছর) নিদ্রাবস্থায় (নিরাপদে) রেখে দিলেন। (কুঃ কারীম)

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٦﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ

আজ্‌লামু মিম্মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবা- । ১৬ । ওয়া ই'যিতাযাল্‌তুমূহুম্ ওয়ামা- ইয়া'বুদূনা ইল্লাল্লা-হা

উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে ? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে,

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

ফা'উ~ইলাল্ কাহ্‌ফি ইয়ান্‌শুর লাকুম্ রাব্বুকুম্ মির্ রাহ্‌মাতিহী ওয়া ইউহাইয়্যি লাকুম্ মিন্ আম্‌রিকুম্

তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ফলপ্রসূ

مِرْفَقًا ﴿١٧﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا

মিরফাক্বা- । ১৭ । ওয়া তারাশ্ শাম্‌সা ইযা- ত্বালা'আত্ তাযা-ওয়ারু 'আন্ কাহ্‌ফিহিম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি ওয়া ইযা-

করে দেবেন। (১৭) আর তুমি সূর্যকে দেখবে উদয়কালে তাদের পাশ কেটে গুহার ডান দিকে সরে যায় এবং অস্তকালে তাদের পাশ

غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ ۗ

গারাবাত্ তাক্বরিদ্বুহুম্ যা-তাশ্ শিমা-লি ওয়া হুম্ ফী ফাজ্‌ওয়াতিম্ মিন্‌হু ; যা-লিকা মিন্ আ-য়া-তিল্লা-হি ;

কেটে বাম দিকে সরে যায়; অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত ছিল। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান সে

২ ع ১৪ রুকূ

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٨﴾ وَتَحْسَبُهُمْ

মাই ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্‌তাদি, ওয়া মাই ইউদ্বলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ ওয়ালিয়্যাম্ মুর্‌শিদা- । ১৮ । ওয়া তাহ্‌সাবুহুম্

সৎপথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেন না। (১৮) তুমি (দেখলে)

أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

আইক্বা-জাওঁ ওয়া হুম্ রুক্বূদুওঁ ওয়া নুক্বাল্লিবুহুম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি ওয়া যা-তাশ্ শিমা-লি, ওয়াকালবুহুম্ বা-সিতুন্

মনে করতে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাই তাদের ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি সামনের পা দুটি

ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

যিরা-'আইহি বিল্ ওয়াছ্বীদি ; লাওয়িত্ত্বালা'তা 'আলাইহিম্ লাওয়াল্লাইতা মিন্‌হুম্ ফিরা-রাওঁ ওয়ালামুলি'তা মিনহুম্

গুহা চত্বরে প্রসারিত করে অবস্থান করছিল। তুমি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে

o টীকা (আঃ ১৭) ঃ পাহাড়ে গর্ত হওয়া, শুধু হওয়া নয় প্রশস্ত হওয়া আর এভাবের হওয়া যে, সূর্যোদয়-কালে দক্ষিণ দিকে গর্তে বিছিয়ে থাকে আর মধ্যাহ্নের পর বাম দিকে কেটে কেটে অস্ত যাওয়া এ সমস্ত আল্লাহর অপার মহিমা। ভাষ্যকারগণ গর্তের স্থল স্থিরীকরণার্থে অর্থাৎ তা কি ধরনের ছিল যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয় সময়ে এর এটা হতে পৃথক থাকতে ইত্যাদি বহু রকমের গবেষণা করেছেন। আমি (অনুবাদক) সেগুলোকে আবশ্যক বিবেচনা করি নি। আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্বন্ধে অধিক খোঁজ নেয়া আল্লাহ আবশ্যক মনে করেন নি এবং অগ্রো গিয়ে পয়গাম্বর (স)-কে বলেছেন যে, এতে অধিক মাথা ঘামালে কোন ফল হবে না। গুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে এবং অবস্থান ছিল ৩৮ উত্তর অক্ষাংশে। ফলে বছরের কোন সময়েই সূর্য তার সোজা উপরে অথবা উত্তরে আসত না। ফলে সারা বছর তা রৌদ্রমুক্ত থাকত।

o বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ كلبهم - মুমিন যুবকগণ শহর ত্যাগ করে যাবার পথে এক ঈমানদার কৃষক তাদের সাথী হল এবং তাদের সাথে রওয়ানা হল। কৃষকের কুকুরটিও তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগল। তারা কুকুরটিকে তাড়াবার চেষ্টা করেও তাড়াতে পারল না। আল্লাহ কুকুরটিকে কথা বলার শক্তি দিলেন, কুকুরটি বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না। আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে ভালবাসি, আমি তোমাদের পাহারাদার হিসেবে থাকব। (কুঃ কারীম)

رُعْبًا ﴿١٩﴾ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ

রু'বা-। ১৯। ওয়া কাযা-লিকা বা'আছ্না-হুম্ লিইয়াতাসা—আলূ বাইনাহুম্ ; ক্বা-লা ক্বা—ইলুম্ মিনহুম্ কাম্ লাবিছ্তুম্ ;

পড়তে। (১৯) এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কতকাল তোমরা অবস্থান করেছ?'

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ

ক্বা-লূ লাবিছ্না- ইয়াওমান্ আও বা'দ্বা ইয়াওমিন্ ; ক্বা-লূ রাব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-লাবিছ্তুম্ ; ফাব্'আছূ~আহ্াদাকুম্

তারা বলল, 'একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।' অন্যরা বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তোমাদের পালনকর্তাই তা ভাল জানেন; সুতরাং তোমাদের

بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ

বিওয়ারিক্বিকুম হা-যিহী~ইলাল্ মাদীনাতি ফাল্ইয়ান্জুর্ আইয়্যুহা~আয্কা- ত্বা'আ-মান্ ফাল্ইয়া'তিকুম্ বিরিয্ক্বিম্

কাউকে এই মুদ্রাসহ নগরে পাঠাও, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য পবিত্র ও উত্তম এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন সে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন

مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

মিন্হু ওয়াল ইয়াতালাত্ত্বাফ্ ওয়ালা- ইউশ'ইরান্না বিকুম আহ্াদা-। ২০। ইন্নাহুম্ ইঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম্

কৌশল অবলম্বন করে ও তোমাদের ব্যাপারে যেন কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' (২০) 'তারা যদি তোমাদের সন্ধান পায়, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে

يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٢١﴾ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا

ইয়ারজুমূকুম্ আও ইউ'ঈদূকুম্ ফী মিল্লাতিহিম্ ওয়ালান্ তুফলিহূ~ইযান আবাদা। ২১। ওয়া কাযা-লিকা আ'ছারনা-

হত্যা করবে অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে। তখন তোমরা কখনও সফল হতে পারবে না। (২১) এভাবেই আমি মানুষকে তাদের সংবাদ

عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ

'আলাইহিম্ লিইয়া'লামূ~আন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্কুওঁ ওয়া আন্নাস্ সা-'আতা লা- রাইবা ফীহা-, ইয্ ইয়াতানা- যা'উনা

জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা যখন তাদের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক

بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ

বাইনাহুম্ আম্রাহুম ফাক্বা-লুবনূ 'আলাইহিম বুন্ইয়া-নান্ ; রাব্বুহুম আ'লামু বিহিম্ ; ক্বা-লাল্লাযীনা

করছিল, তখন তারা বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের প্রতিপালকই তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের মধ্যে কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল,

غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢٢﴾ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ

গালাবূ 'আলা~আম্রিহিম্ লানাত্তাখিযান্না 'আলাইহিম মাস্জিদা-। ২২। সাইয়াকূলূনা ছালা-ছাতুর্ রা-বি'উহুম্ কালবুহুম্,

'আমরা তো অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।' (২২) অজানা বিষয়ে তারা অনুমান নির্ভর কথা বলতে লাগল যে, 'তারা ছিল তিনজন, চতুর্থটি ছিল কুকুর

وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ

ওয়া ইয়াকূলূনা খামসাতুন্ সা-দিসুহুম্ কাল্বুহুম্ রাজ্মাম্ বিল্গাইবি, ওয়া ইয়াকূলূনা সাব্'আতুওঁ ওয়া ছা-মিনুহুম

এবং অন্যরা বলল, 'তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর।' কেউ কেউ বলল, 'তারা ছিল সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের

نصف القرآن - কোরআন শরীফের অর্ধেক 'ت' অক্ষর হিসেবে

كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

কালবুহুম ; কুর রাব্বী~আ'লামু বি'ইদ্দাতিহিম্ মা- ইয়া'লামুহুম ইল্লা- ক্বালীলুন; ফালা- তুমা-রি ফীহিম্

কুকুর।' বলুন, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যার ব্যাপারে ভাল জানেন ; তাদের সংখ্যা অতি অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি

রুকূ ১৫ (৫/১৩) إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿২৩﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى

ইল্লা- মিরা—আন্ জা-হিরাওঁ, ওয়ালা- তাস্তাফ্তি ফীহিম্ মিনহুম আহ্বাদা-। ২৩। ওয়ালা- তাকূলান্না লিশাইয়িন ইন্নী

তাদের সাথে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে তাদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। (২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে কখনও বলবেন না যে,

فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿২৪﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ

ফা-'ইলুন্ যা-লিকা গাদা-। ২৪। ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আল্লা-হু, ওয়ায্কুর্ রাব্বাকা ইযা- নাসীতা ওয়াকুল্ 'আসা~

'আমি সেই কাজটি আগামীকাল করব'- (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে'- একথা না বলে। যদি ভুলে যান, তবে আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন এবং বলুন,

أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿২৫﴾ وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ

আঁইইয়াহ্দিয়ানি রাব্বী লিআক্বরাবা মিন্ হা-যা- রাশাদা-। ২৫। ওয়া লাবিছু ফী কাহ্ফিহিম্ ছালা-ছা মিআতিন সিনীনা

আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়ে অধিক নিকটতর সত্যের পথনির্দেশ করবেন।'(২৫) তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর,

وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا ﴿২৬﴾ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ

ওয়ায্দাদা-দূ তিস্'আ-। ২৬। কুলিল্লা-হু 'আলামু বিমা- লাবিছু, লাহূ গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ;

অতিরিক্ত আরও নয় বছর। (২৬) আপনি বলুন, 'তারা কতকাল (গুহায়) ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁর নিকটেই আছে।

أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿২৬﴾

আব্ছির বিহী ওয়া আস্মি'; মা- লাহুম মিন দূনিহী মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ, ওয়ালা- ইউশ্রিকু ফী হুকমিহী~আহ্বাদা-।

তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের অংশীদার করেন না।

وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ ﴿২৭﴾

২৭। ওয়াত্লু মা~উহ্বিয়া ইলাইকা মিন্ কিতা-বি রাব্বিকা; লা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহী; ওয়া লান তাজ্বিদা

(২৭) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব এসেছে আপনি তা পাঠ করে শুনান। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাকে ছাড়া

مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿২৮﴾ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَ

মিন্ দূনিহী মুল্তাহ্বাদা-। ২৮। ওয়াছ্বির্ নাফ্সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা রাব্বাহুম বিল্গাদা-তি ওয়াল্

আপনি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে।

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৪) ঃ একবার ইহুদীরা কুরাইশদেরকে বলে, তোমরা মুহাম্মদ (স)-কে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন। তবে মনে করবে তিনি সত্য নবী। সেগুলো হল, (১) আসহাবে কাহাফ কারা ও তাদের ঘটনা কি? (২) যুলকারনাইন কে? (৩) রূহ কি? কুরাইশরা হুযূর (স)-কে এগুলো জিজ্ঞেস করলে হুযূর (স) ওহীর আশায় তাদেরকে বলেন, তোমরা আগামী কাল এসো, উত্তর পেয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিন ওহী নাযিল না হলে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। আর কাফেররাও তাঁকে নানান কথা বলতে শুরু করে। অবশেষে ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এ আয়াতসহ সূরা কাহাফ নাযিল হয়। (ইবনে জারীর)

الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا

'আশিয়্যি ইউরীদূনা ওয়াজ্হাহূ ওয়ালা- তা'দু 'আইনা-কা 'আনহুম্, তুরীদু যীনাতাল হায়া-তিদ্ দুনইয়া-, ওয়ালা-
আর আপনি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার মনকে আমি

تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٩﴾ وَقُلِ الْحَقُّ

তুত্বি' মান আগ্ফাল্না- ক্বাল্বাহূ 'আন্ যিক্‌রিনা- ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু ওয়া কা-না আমরুহূ ফুরুত্বা-। ২৯। ওয়া ক্বুলিল্ হাক্কু
আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। (২৯) বলুন, 'সত্য তোমাদের

مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ

মির রাব্বিকুম, ফামান শা—আ ফাল্ইউ'মিন ওয়ামান্ শা—আ ফাল্ইয়াক্ফুর, ইন্না~ 'আতাদনা- লিজজা-লিমীনা না-রান,
প্রতিপালকের নিকট থেকেই প্রেরিত। তাই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক।' নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী

اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ

আহা-ত্বাবিহিম্ সুরা-দিকুহা ; ওয়াই ইয়াসতাগীছু ইউগা-ছূ বিমা—ইন কাল্মুহ্লি ইয়াশ্ওয়ীল্ উজুহা ;
তাদেরকে ঘিরে থাকবে। তারা যখন পানীয় চাইবে, তখন তাদেরকে দেয়া হবে গলিত পূঁজের ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করে দেবে ;

بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا

বি'সাশ্ শারা-বু ; ওয়া সা—আত্ মুরতাফাক্বা-। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুছ্ ছা-লিহা-তি ইন্না- লা-
কি নিকৃষ্ট সে পানীয়! আর কি নিকৃষ্ট সেই আশ্রয়স্থল! (৩০) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম

نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ

নুদ্বী'উ আজ্বরা মান আহ্সানা 'আমালা। ৩১। উলা—ইকা লাহুম জান্না-তু 'আদ্নিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহিমুল্
করে আমি তার পুরস্কার নষ্ট করি না ; (৩১) তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

আন্হা-রু ইউহাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন যাহাবিওঁ ওয়া ইয়াল্বাসূনা ছিয়াবান্ খুদ্বরাম্ মিন্
নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণালংকারে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ

সুনদুসিওঁ ওয়া ইস্তাব্‌রাক্বিম্ মুত্তাকিঈনা ফীহা- 'আলাল্ আরা—ইকি ; নি'মাছ্ ছাওয়া-বু ; ওয়া হাসুনাত
রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কতইনা সুন্দর পুরস্কার! আর কতইনা চমৎকার বিশ্রামের

مُرْتَفَقًا ﴿٣٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ

মুরতাফাক্বা- । ৩২। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালার রাজুলাইনি জ্বা'আল্না- লিআহাদিহিমা- জান্নাতাইনি মিন্ 'আনাবিওঁ
স্থান। (৩২) আপনি তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করুন- তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত দুটি

তিন চতুর্থাংশ

৪ ع ৯ ১৬ রুকূ

وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٣ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ

ওয়া হ্বাফাফ্‌না-হুমা বিনাখলিওঁ ওয়া'জ্বাআল্‌না- বাইনাহুমা- য্বার্'আ। ৩৩। কিল্‌তাল্ জ্বান্নাতাইনি আ-তাত উকুলাহা- ওয়ালাম্ তাজ্বলিম্

আংগুরের বাগান এবং উভয় বাগানের মাঝখানে শস্যক্ষেত করেছিলাম। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করত এবং এতে কোন কমতি করত না।

مِنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝٣٤ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ

মিনহু শাইআওঁ, ওয়া ফাজ্জ্বারনা- খিলা-লাহুমা- নাহারা-। ৩৪। ওয়া কা-না লাহূ ছামারুন্, ফাক্বা-লা লিছ্বা-হ্বিবিহী ওয়াহুওয়া ইউহ্বাওয়িরুহূ~

আর উভয়ের ফাকে ফাকে আমি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪) এবং তার প্রচুর সম্পদ ছিল। একবার কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল,

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۝٣٥ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ

আনা আক্‌ছারু মিন্‌কা মা-লাওঁ ওয়া আ'আয্‌যু নাফারা-। ৩৫। ওয়া দাখালা জান্নাতাহূ ওয়াহুওয়া জ্বা-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী, ক্বা-লা মা~

'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও জনবলে অধিক শক্তিশালী।' (৩৫) এভাবে সে নিজের প্রতি জুলুম করে তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি

اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۝٣٦ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى

আজুন্‌নু আন্ তাবীদা হা-যিহী~আবাদা-। ৩৬। ওয়ামা~আজুন্‌নুস্ সা-'আতা ক্বা—ইমাতাওঁ, ওয়ালাইর রুদিত্‌তু ইলা-

মনে করি না যে, এ কখনও ধ্বংস হবে! (৩৬) 'আমি মনে করি না, কিয়ামত হবে। একান্তই যদি আমার প্রতিপালকের নিকট আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে

رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٣٧ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ

রাব্বী-লাআজ্বিদান্না খাইরাম্ মিন্‌হা- মুন্‌ক্বালাবা-। ৩৭। ক্বা-লা লাহূ ছ্বা-হ্বিবুহূ ওয়া হুওয়া ইউহ্বা-ওয়িরুহূ~আ কাফার্‌তা

যাওয়া হয়, তবে আমি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' (৩৭) তার সঙ্গী তাকে সে প্রসংগে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ- যিনি তোমাকে মাটি

بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۝٣٨ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ

বিল্লাযী খালাক্বাকা মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্ ছুম্মা সাওয়্যা-কা রাজুলা-। ৩৮। লা-কিন্না হুওয়াল্লা-হু রাব্বী

থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো এ বিশ্বাসই করি- আল্লাহই আমার প্রতিপালক

وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝٣٩ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ

ওয়ালা~উশ্‌রিকু বিরাব্বী~আহ্বাদা-। ৩৯। ওয়ালাওলা~ইয্ দাখাল্‌তা জ্বান্নাতাকা কুল্‌তা মা-শা—আল্লা-হু,

এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক করি না।' (৩৯) বাগানে যখন প্রবেশ কর তখন তুমি কেন বললে না যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন;

لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۝٤٠ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ

লা-কুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হি, ইন্ তারানি আনা আক্বাল্লা মিন্‌কা মা-লাওঁ ওয়া ওয়ালাদা-। ৪০। ফা'আসা- রাব্বী~আই ইউ'তিয়ানি

কারণ, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই- যদিও তুমি আমাকে তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তানে হীনতর দেখছ।' (৪০) 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ অর্থাৎ, তুমি আমার পন্থাকে বাতিল বলছ। তোমার পথ সঠিক হলে তোমার অবস্থা বর্তমানের বিপরীত হত অর্থাৎ ধনী হতে। কেননা, শত্রুকে কেউ দান করে না, আর বন্ধুকে কেউ বঞ্চিত করে না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৫) ঃ অর্থাৎ, সে শিরিকে লিপ্ত ছিল। অহংকারের কারণে তার মাথা-ই বিগড়ে গিয়ে ছিল। সে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ মনে করত। আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রতি সে ছিল নির্লিপ্ত। (শাঃ হিঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ কেননা, ইহজগতে আমাকে সুখ-শান্তিতে রাখাতেই প্রমাণিত হয়, আমি আল্লাহর প্রিয়। অতএব, কিয়ামত হলেও সেখানে আমি বেহেশত পাব। (বঃ কোঃ)

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

খাইরাম্ মিন জ্বান্নাতিকা ওয়া ইউর্‌সিলা 'আলাইহা- হুস্‌বা-নাম্ মিনাস্ সামা—ই ফাতুছ্‌বিহা ছা'ঈদান্ যালাক্বা-।
তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে এক অগ্নিঝড় পাঠাবেন। ফলে তা উদ্ভিদ-শূন্য মাঠে পরিণত হবে।

۝٤١ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝٤٢ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ

৪১। আও ইউছ্‌বিহা মা—উহা- গাওরান্ ফালান্ তাস্‌তাত্বী'আ লাহূ ত্বালাবা-। ৪২। ওয়া উহীত্বা বিছামারিহী ফাআছ্‌বাহা ইউক্বাল্লিবু কাফ্‌ফাইহি
(৪১) কিংবা তার পানি ভূগর্ভে চলে যাবে। ফলে তুমি কখনও তা খুঁজে আনতে সক্ষম হবে না। (৪২) আর তার ফল-ফলাদি বিপর্যয় পরিবেষ্টন করে নিল এবং যখন তা ধ্বংস

عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي

'আলা-মা~আনফাক্বা ফীহা- ওয়াহিয়া খা-ওয়িয়াতুন্ 'আলা- 'উরূশিহা- ওয়া ইয়াক্বূলু ইয়া- লাইতানী লাম্ উশ্‌রিক্ বিরাব্বী~
হয়ে গেল, তখন সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। তার বাগানটি কাষ্ঠসহ ভস্ম হয়ে গিয়েছিল।
আর সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের

أَحَدًا ۝٤٣ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝٤٤ هُنَالِكَ

আহাদা-। ৪৩। ওয়ালাম তাকুন্ লাহূ ফিয়াতুঁই ইয়ানছুরূনাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ামা-কা-না মুন্‌তাছিরা-। ৪৪। হুনা-লিকাল
সাথে শরীক না করতাম।' (৪৩) তখন আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মত কোন লোকবল ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সক্ষম ছিল না। (৪৪) এ ক্ষেত্রে

الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٥ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ع ৫ ১৭ রুকু

ওয়ালা-ইয়াতু লিল্লা-হিল্ হাক্বক্বি ; হুওয়া খাইরুন ছাওয়া-বাঁও ওয়া খাইরুন্ 'উক্ববা-। ৪৫। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালাল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-
যথার্থ সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। (৪৫) তাদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করুন,

كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ

কামা—ইন্ আন্‌যাল্‌না-হু মিনাস্ সামা—ই ফাখতালাত্বা বিহী নাবা-তুল্ আর্‌দ্বি ফাআছ্‌বাহা হাশীমান্ তায্‌রূহুর্
তা পানির ন্যায়- যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, অতঃপর এর সংমিশ্রণে ভূমিজ উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়। এরপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٤٦ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

রিয়া-হু ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িম্ মুক্‌তাদিরা-। ৪৬। আল্‌মা-লু ওয়াল বানূনা যীনাতুল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-,
যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪৬) ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর স্থায়ী

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝٤٧ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

ওয়াল্ বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছা-লিহা-তু খাইরুন্ 'ইন্দা রাব্বিকা ছাওয়া-বাঁও ওয়া খাইরুন আমালা-। ৪৭। ওয়া ইয়াওমা নুসাইয়্যিরুল্ জ্বিবা-লা
সৎকর্মসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাশার জন্য উৎকৃষ্ট। (৪৭) স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আমি পর্বতসমূহকে হটিয়ে নিয়ে যাব, সেদিন আপনি

✪ টীকা (আঃ ৪২) ঃ সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ এবং স্বচ্ছল অবস্থাই তোমাকে ধোকায় ফেলেছে। কেননা, ইহকালে এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। তদুপরি একসময় এরা তো ধ্বংস হবেই। কিন্তু পারলৌকিক নেয়ামতের ধ্বংস নেই। অতএব, ইহলোকের প্রতি লক্ষ্য না করে পরলোকের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। (বঃ কোঃ) তাফসীরে খাযেনে আছে, আসমান হতে অগ্নি এসে তার যাবতীয় বাগান ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলেছিল। অন্য কিছুর জন্য পরিতাপের উল্লেখ না করে শুধু বাগানের জন্য পরিতাপ করার উল্লেখের কারণ এই যে, তাতে সে অধিক মাত্রায় ব্যয় করেছিল এবং বাগানটিই তার অধিকতর প্রিয় ছিল। (বঃ কোঃ)

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿৪৮﴾ وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ

ওয়া তারাল্ আর্‌দ্বা বা-রিযাতাওঁ ওয়া হ্বাশার্‌না- হুম্ ফালাম্ নুগা-দির মিনহুম্ আহ্বাদা- ।৪৮। ওয়া 'উরিদ্বূ 'আলা-রাব্বিকা

পৃথিবীকে দেখবেন একটি শূন্য প্রান্তররূপে ; সেদিন আমি সবাইকে একত্রিত করব এবং কাউকেও ছাড়ব না। (৪৮) তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের কাছে সারিবদ্ধভাবে হাজির

صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ

ছ্বাফ্‌ফান ; লাক্বাদ্ জ্বি'তুমূনা- কামা- খালাক্বনা-কুম্ আওয়্যালা মার্‌রাতিম, বাল্ য্বা'আমতুম্ আল্লান্ নাজ্ব'আলা লাকুম্

করা হবে। বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে তোমরা আমার কাছে হাজির হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করেছিলে, তোমাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট

مَّوْعِدًا ﴿৪৯﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ

মাও'ইদা- । ৪৯ । ওয়া উদ্বি'আল্ কিতা-বু ফাতারাল্ মুজ্বরিমীনা মুশ্‌ফিক্বীনা মিম্মা-ফীহি ওয়া ইয়াকূলূনা

ওয়াদার সময় স্থির করব না। (৪৯) সেদিন 'আমলনামা' সামনে রাখা হবে। আপনি অপরাধীদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবেন এবং তারা বলবে,

يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا

ইয়া-ওয়াইলাতানা- মা-লি হা-যাল্ কিতা-বি লা-ইউগা-দিরু ছ্বাগীরাতাওঁ ওয়ালা-কাবীরাতান্ ইল্লা~আহ্‌ছ্বা-হা-, ওয়া ওয়াজ্বাদূ মা-

'হায়, দুর্ভোগ আমাদের। এ কেমন আমলনামা! এ তো ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এতো সমস্ত হিসাবই রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম তাদের সামনে

৬ ع ৫ ১৮ রুকু

عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿৫০﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِأٰدَمَ

'আমিলূ হ্বা-দ্বিরান্ ; ওয়ালা- ইয়াযলিমু রাব্বুকা আহ্বাদা- ।৫০। ওয়া ইয্ কুল্‌না- লিল্ মালা—ইকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা

উপস্থিত পাবে। আপনার প্রভু কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) স্মরণীয় সে সময়, যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমকে সিজদা কর ;

فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ۭ أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ

ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্‌লীসা ; কা-না মিনাল্ জ্বিন্নি ফাফাসাক্বা 'আন্ আমরি রাব্বিহী ; আফাতাত্তাখিযূনাহূ

তখন ইব্‌লীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমাকে

وَذُرِّيَّتَهٗۤ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿৫﴾

ওয়া যুর্‌রিয়্যাতাহূ~আওলিয়া—আ মিন্ দূনী ওয়া হুম লাকুম্ 'আদুওয়্যুন ; বি'সা লিজ্‌জ্বা-লিমীনা বাদালা- ।

ছাড়া তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের জন্য এই বদল কতইনা নিকৃষ্ট।

﴿৫১﴾ مَآ أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۠ وَمَا كُنْتُ

৫১। মা~আশ্‌হাত্‌তুহুম্ খাল্‌ক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা-খাল্‌ক্বা আন্‌ফুসিহিম্, ওয়ামা- কুন্‌তু

(৫১) তাদেরকে না আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি ডেকেছি, না তাদেরকে নিজেদের সৃজনকালে ডেকেছি এবং আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে

مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿৫২﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ

মুত্তাখিযাল্ মুদ্বিল্লীনা 'আদুদা- । ৫২ । ওয়া ইয়াওমা ইয়াকূলূ না-দূ শুরাকা—ইয়াল্লাযীনা য্বা'আমতুম্ ফাদা'আওহুম্

সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করি না ; (৫২) সেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক।' তারা তাদেরকে ডাকবে;

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ﴿٥٢﴾ ورا المجرمون النار فظنوا

ফালাম্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাহুম্ ওয়া জ্বা'আল্‌না- বাইনাহুম্ মাওবিক্বা- । ৫৩ । ওয়া রাআল্ মুজ্বরিমূনান্না-রা ফাজান্নূ~

কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে এক ধ্বংস- গহ্বর স্থাপন করে দেব। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে,

انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ﴿٥٣﴾ ولقد صرفنا في هذا القران ع ৭ ৪ ১৯ রুকু

আন্নাহুম্ মুওয়া-ক্বি'উহা- ওয়ালাম্ ইয়াজ্বিদূ 'আনহা- মাছ্বরিফা- । ৫৪ । ওয়া লাক্বাদ্ ছ্বার্‌রাফ্‌না- ফী হা-যাল্ কুরআ-নি

তারা সেখানে পতিত হবেই এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য কুরআনে বিভিন্ন উপমা

للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ﴿٥٤﴾ وما منع الناس

লিন্না-সি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ; ওয়া কা-নাল্ ইন্‌সা-নু আকছারা শাইয়িন্ জ্বাদালা- । ৫৫ । ওয়ামা- মানা'আন্না-সা

দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সকল বস্তু থেকে অধিক বিতর্ক প্রিয়। (৫৫) হেদায়েত আসার পর লোকজনকে কেবল এ

ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين

আঁই ইউ'মিনূ~ইয জ্বা—আহুমুল্ হুদা- ওয়া ইয়াসতাগফিরূ রাব্বাহুম্ ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুম সুন্নাতুল আওয়্যালীনা

বিষয়েই ঈমান আনতে ও তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে- কখন উপস্থিত হবে তাদের পূর্ববর্তীদের কর্মপদ্ধতি এবং

او ياتيهم العذاب قبلا ﴿٥٥﴾ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ج

আও ইয়া'তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু কুবুলা- । ৫৬ । ওয়ামা- নুরসিলুল্ মুরসালীনা ইল্লা- মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুন্‌যিরীনা,

কখন তাদের মুখোমুখি হবে আযাব? (৫৬) আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি; কিন্তু কাফেররাই মিথ্যা দ্বারা বিতর্ক

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا ايتي وما

ওয়া ইউজ্বা-দিলুল্ লাযীনা কাফারূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইউদ্‌হিদ্বূ বিহিল হাক্ব্‌ক্বা ওয়াত্তাখাযূ~আ-য়া-তী ওয়ামা~

করে- তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার আয়াত ও যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে উপহাসের পাত্রস্বরূপ

انذروا هزوا ﴿٥٦﴾ ومن اظلم ممن ذكر بايت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت

উন্‌যিরূ হুযুওয়া- । ৫৭ । ওয়া মান আজ্‌লামু মিম্মান্ যুক্কিরা বিআ-য়া-তি রাব্বিহী ফাআ'রাদ্বা 'আনহা- ওয়া নাসিয়া মা-ক্বাদ্দামাত্

গ্রহণ করার জন্য। (৫৭) কাউকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ব কৃতকর্ম ভুলে যায়, তার

يده انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم

ইয়াদা-হু ; ইন্না- জ্বা'আল্‌না- 'আলা- কুলূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আঁই ইয়াফ্‌ক্বাহূহু ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম্ ওয়াক্বরান্ ; ওয়া ইন্ তাদ্'উহুম্

চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? আমি তাদের অন্তরে আবরণ রেখে দিয়েছি এবং কানে বধিরতা দিয়েছি- যেন তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আর আপনি

الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ﴿٥٧﴾ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم

ইলাল্ হুদা- ফালাইঁ ইয়াহ্‌তাদূ~ইযান্ আবাদা- । ৫৮ । ওয়া রাব্বুকাল্ গাফূরু যুর্ রাহ্‌মাতি ; লাও ইউআ-খিযুহুম্

তাদেরকে সুপথে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না। (৫৮) আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে

بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

বিমা- কাসাবূ লা'আজ্জ্বালা লাহুমুল্ 'আযা-বা ; বাল্ লাহুম্ মাও'ইদুল্ লাইঁ ইয়াজ্বিদূ মিন্ দূনিহী মাওইলা- ।
চাইলে তিনি তাঁর আযাবকে ত্বরান্বিত করতেন ; কিন্তু তাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে তারা সরে গিয়ে কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

৮ ع ১০ রুকূ

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ

৫৯। ওয়া তিল্কাল্ কুরা~আহ্লাক্না-হুম্ লাম্মা-জালামূ ওয়া জ্বা'আলনা- লিমাহ্লিকিহিম্ মাও'ইদা- । ৬০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা
(৫৯) এই জনপদগুলি আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– যখন তারা জুলুম করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় স্থির করেছিলাম। (৬০) স্মরনীয় সে সময়,

مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ○

মূসা- লিফাতা-হু লা~আব্রাহু হাত্তা~আব্লুগা মাজ্মা'আল্ বাহ্রাইনি আও আমদ্বিয়া হুকুবা- ।
যখন মূসা (আ) তার (যুবক) সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি কখনও থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।'

﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا

৬১। ফালাম্মা- বালাগা- মাজ্মা'আ বাইনিহিমা- নাসিয়া- হূতাহুমা- ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্রি সারাবা- । ৬২। ফালাম্মা-
(৬১) তারা উভয়ে যখন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন ; আর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে নেমে গেল। (৬২) যখন তারা

جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ

জ্বা-ওয়াযা- ক্বা-লা লিফাতা-হু আ-তিনা- গাদা—আনা-, লাকাদ্ লাক্বীনা মিন্ সাফারিনা- হা-যা- নাছ্বাবা- । ৬৩। ক্বা-লা আরাআইতা
সে স্থানটি অতিক্রম করলেন, তখন মূসা (আ) তার সঙ্গীকে বললেন,'আমাদের নাশতা নিয়ে এসো। আমরা নিশ্চয় আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সঙ্গী বলল, 'আপনি

إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ

ইয্ আওয়াইনা~ইলাছ্ ছাখ্রাতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হূতা, ওয়ামা~আনসা-নীহু ইল্লাশ্ শাইত্বা-নু আন্
কি দেখছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا

আয্কুরাহূ, ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্রি; 'আজ্বাবা- । ৬৪ । ক্বা-লা যা-লিকা মা-কুন্না- নাব্গি, ফার্তাদ্দা-
আর মাছটি আশ্চর্য উপায়ে সমুদ্র পথে নেমে গেল!' (৬৪) মূসা বললেন, 'আমরা তো এ স্থানটিই তালাশ করছিলাম।' অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে

○ টীকা (আঃ ৬১) ঃ হাদীস শরীফে এরূপ এসেছে– হযরত মূসা (আ) ওয়াজ করছিলেন। শ্রোতাগণের মধ্যেকার এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার অপেক্ষা কেউ বড় বিদ্বান আছে কি? উত্তরে হযরত মূসা (আ) বললেন, আমি অবগত নই। ফলকথা হযরত মূসা (আ)-এর উক্তির ভাবধারা এভাবেরই ছিল যে, তিনি তৎকালের বড় বিদ্বান। হযরত মূসা (আ) নিশ্চয়ই মর্যাদা ও বিদ্যার দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বান্দার বন্দেগীর অলঙ্কারতো এটাই যে, বান্দা কোন অবস্থাতেই নম্রতা ও গরীমাশূন্যতা হতে দূরে না থাকে। পয়গাম্বরগণের দ্বারা এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলের প্রতিও আল্লাহর নিকট হতে পাকড়াও হয়ে থাকে। কারণ পয়গাম্বরগণ আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাঁদের উচিৎ তাঁদের নৈতিক অলঙ্কারও যেন তদ্রূপ পরিপাটি হয়। হযরত মূসা (আ)-এর দ্বারা সামান্য কিছু ভুল হয়ে যাওয়াতে আল্লাহ তাঁকে ভুলের জন্য এভাবে সাবধান করেন যে, তাঁকে খিজির (আ)-এর নিকট গমন করতে নির্দেশ করেন। আল্লাহ ওহীর দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে সন্ধান জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, খিজিরের সাথে সে স্থানে সাক্ষাৎ হবে যে স্থানে উভয় সমুদ্র মিলিত হয়েছে। এই উভয় সমুদ্র সম্ভবতঃ সমুদ্রের দু'টি শাখা হবে যার মিলিত হওয়ার স্থান হতে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ)-কে হযরত খিজিরের একটি ঠিকানা এটাও প্রদত্ত হয়েছিল যে, খিজিরের সাথে তোমার যে স্থানে সাক্ষাৎ হবে, তথায় তোমার নাশতার ভাজা মাছ আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাবে। খিজিরের আবেহায়াত পান, সাগরের অধিপতি হওয়া, তাঁর নামে শিরনি ও বাতি দেয়া প্রভৃতি কুরআন হাদীস অনুযায়ী ভিত্তিহীন। তাঁর নামে দোহাই দেয়া, তাঁর পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (কুঃ কারীম)

عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ

'আলা~আ-ছা-রিহিমা- ক্বাছাছা-। ৬৫। ফাওয়াজাদা- 'আবদাম্ মিন্ ইবা-দিনা~আ-তাইনা-হু রাহ্‌মাতাম্ মিন্ 'ইনদিনা- ওয়া 'আল্লাম্‌না-হু

ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন আমার এমন এক বান্দার, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক

مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

মিল্লাদুন্না- 'ইল্‌মা-। ৬৬। ক্বা-লা লাহু মূসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা~আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা- 'উল্লিম্‌তা রুশ্‌দা-।

বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বললেন, আমি কি এমর্মে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?

﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৭। ক্বা-লা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বব্‌রা-। ৬৮। ওয়া কাইফা তাছ্বিরু 'আলা- মা-লাম্ তুহিত্ব বিহী খুব্‌রা-।

(৬৭) তিনি বললেন, আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে আপনি কখনই থাকতে পারবেন না,' (৬৮) 'যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্বাধীন নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?

﴿٦٩﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ

৬৯। ক্বা-লা সাতাজিদুনী~ইন্ শা—আল্লা-হু ছ্বা-বিরাওঁ ওয়ালা~'আছ্বী লাকা আমরা-। ৭০। ক্বা-লা ফাইনিত্

(৬৯) মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে নিশ্চয় ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' (৭০) তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যদি

اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا ۗ

তাবা'তানী ফালা- তাস্‌আল্‌নী 'আন্ শাইয়িন্ হ্বাত্তা~উহ্‌দিছা লাকা মিন্‌হু যিক্‌রা-। ৭১। ফানত্বালাক্বা-;

আমার অনুসরণ করেনই, তবে সে পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে তারা

حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ

হ্বাত্তা~ইযা- রাকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; ক্বা-লা আখারাক্বতাহা- লিতুগরিক্বা আহ্‌লাহা-, লাক্বাদ্ জি'তা

যখন একটি নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি কি 'এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য একে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো

شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ

শাইআন্ ইম্‌রা-। ৭২। ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মা'ইয়া ছ্বব্‌রা-। ৭৩। ক্বা-লা- লা তুআ-খিয্‌নী

এক অন্যায় কাজ করলেন।' (৭২) তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?' (৭৩) মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী

بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا

বিমা- নাসীতু ওয়ালা- তুর্‌হিক্বনী মিন আমরী 'উসরা'। ৭৪। ফানত্বালাক্বা; হ্বাত্তা~ইযা- লাক্বিয়া- গুলা-মান্

মনে করবেন না এবং আমার এই ব্যাপারে আমার প্রতি কঠোর আচরণ করবেন না।' (৭৪) অতঃপর তারা চলতে শুরু করলেন, অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ

فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

ফাক্বাতালাহূ, ক্বা-লা আক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সান যাকিয়্যাতাম বিগাইরি নাফসিন ; লাক্বাদ জি'তা শাইয়ান নুক্‌রা-।

পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন, একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া ? আপনি তো এক গর্হিত কাজ করলেন।'

৯ ع ১১ ২১ রুকূ

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ

৭৫। ক্বা-লা আলাম্‌ আক্বুল্‌লাকা ইন্নাকা লান্‌ তাস্‌তাত্বী'আ মা'য়িয়া স্বাব্‌রা-। ৭৬। ক্বা-লা ইন্‌ সাআল্‌তুকা 'আন্‌

(৭৫) তিনি বললেন, আমি কি বলিনি আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না ? (৭৬) মূসা বললেন, এরপরও যদি আমি

شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى

শাইইম বা'দাহা- ফালা- তুস্বা-হ্বিব্‌নী; ক্বাদ্‌ বালাগ্‌তা মিল্লাদুন্নী উ'য্‌রা-। ৭৭। ফান্‌ত্বালাক্বা- হ্বাত্তা-

আপনাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না ; আমার পক্ষ থেকে ওজর- আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।' (৭৭) অতঃপর তাঁরা চলতে

اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

ইযা আতায়া~আহ্‌লা ক্বার্‌ইয়াতি নিস্তাত্ব'আমা~আহ্‌লাহা- ফাআবাওঁ আই ইউদ্বাইয়্যিফূ হুমা- ফাওয়াজ্বাদা- ফীহা-

লাগলেন, অবশেষে তাঁরা যখন এক জনপদে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

জ্বিদারাই ইউরীদু আইঁইয়ানক্বাদ্বদ্বা ফাআক্বা-মাহূ ; ক্বা-লা লাও শি'তা লাত্তাখাযতা 'আলাইহি আজ্বরা-।

সেখানে তাঁরা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর পেলেন। খিযির তা সোজা করে দিলেন। মূসা বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনি এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮। ক্বা-লা হা-যা- ফিরা-ক্বু বাইনী ওয়া বাইনিক; সাউনাব্‌বিউকা বিতা'বীলি মা- লাম্‌ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি স্বাব্‌রা-।

(৭৮) তিনি বললেন, 'এখানেই আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি',

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ

৭৯। আম্মাস্‌ সাফীনাতু ফাকা-নাত্‌ লিমাসাকীনা ইয়া'মালূনা ফিল বাহ্‌রি ফাআরাত্‌তু আন্‌ আ'ঈবাহা- ওয়া কা-না

(৭৯) 'নৌকাটির ব্যাপার হলো- এ ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির ; তারা সমুদ্র এর দ্বারা জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি চেয়েছিলাম নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করে দিতে।

وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ

ওয়া রা—আহুম মালিকুই ইয়া'খুযু কুল্লা সাফীনাতিন গাস্ববা-। ৮০। ওয়া আম্মাল গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি

কারণ, তাদের সম্মুখে ছিল এক বাদশাহ, সে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) 'আর কিশোরটির পিতা মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা

فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

ফাখাশীনা~আই ইউরহিক্বাহুমা- ত্বুগ্‌ইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্‌রা-। ৮১। ফাআরাদনা~আই ইউবদিলাহুমা-রাব্‌বুহুমা- খাইরাম্‌মিন্‌হু

করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।' (৮১) আমি চেয়েছিলাম, তাদের রব তাদেরকে এমন এক সন্তান দান করবেন, যে হবে তার

✪ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ উক্ত গ্রামবাসীদের নিয়ম ছিল যে, সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তারা গ্রামের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিত। অতঃপর সারা রাত কারো জন্য খুলত না। হযরত মূসা (আ) ও খিযির (আ) তথায় পৌছে দরজা খুলতে বললে কেউই সাড়া দিল না। এমনকি তাঁরা মুসাফির হিসাবে খাদ্য চাইলে তাও দিল না। তাঁরা অনাহারেই গ্রামের বাইরে রাত যাপন করলেন। (মুঃ কোঃ) যদিও খিযির (আ)-এর এলমে আছরার অর্থাৎ, জাগতিক কার্যাবলির রহস্য জ্ঞান সাধারণের অনুসরণযোগ্য নয় বলিয়া মূসা (আঃ)-এর এলমে শরীআতের ন্যায় সাধারণের পক্ষে উপকারী নয়, তথাপি কোন কোন গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় বলে ইহা বিশিষ্ট বান্দাগণের পক্ষে নিশ্চয়ই উপকারী। অবশ্য "ঘটনা মাত্রেই রহস্য নিহিত আছে," এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাই রহস্য জ্ঞান লাভে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা কম। (বঃ কোঃ)